NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কেন বারবার টার্গেট করা হচ্ছে সনাতন ধর্মকে?

রায়গঞ্জে গোষ্ঠী সংঘর্ষে তৃণমূল জেলা সভানেত্রীর ওপর হামলা ৬

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৪ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.9.2023, Vol.17, Issue No. 92, 8 Pages, Price 3.00

‘এক পৃথিবী’ ও ‘এক ভবিষ্যত’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সমাপ্তি জি-২০ সম্মেলনের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: ‘স্বাতী অস্তু বিশ্ব’। বিশ্বশান্তির বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেইসঙ্গে দিল্লিতে শেষ হল ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সামিট। সংশয় কাটিয়ে ‘এক পৃথিবী’ এবং ‘এক পরিবারে’র জন্য ‘এক ভবিষ্যত’ গড়ার লক্ষ্যে একমত হল সদস্য দেশগুলি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে দ্বিমেরুকৃত বিশ্বে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হল ভারত। এই সাফল্যকে ‘ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী’ বলে বর্ণনা করেছে কেন্দ্র।

এই সঙ্গেই পরবর্তী জি-২০ সভাপতিত্বের দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের হাতে। জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালে জি-২০ বৈঠক বসবে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে। সেখানেই হবে জি২০-এর ১৯ তম সম্মেলন।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘আমাদের অটুট বিশ্বাস রয়েছে যে তারা (ব্রাজিল) নিষ্ঠা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আগামী সামিটে নেতৃত্ব দেবে এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্যের পাশাপাশি সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি করবে।’ আগামী সামিটের জন্য ব্রাজিলকে ভারত সবরকম সহায়তা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সামিটের সমাপ্তি ভাষণে জি-২০ অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গতকাল, আমরা ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার’ অধিবেশনে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমি সন্তুষ্ট যে, আজ জি-২০ ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’ সম্পর্কে আশাবাদী প্রচেষ্টার একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক-সহ অন্যরাও।

লাদাখে বিশ্বের উচ্চতম বিমানঘাঁটি গড়বে ভারত, ‘চ্যালেঞ্জ’ চিনকে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: এ বছর ভারতেই বসেছিল জি-২০ সম্মেলন। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছনোয়, এবার সম্মেলনে যোগ দেননি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। রবিবার তারই সম্মলেনরে শেষ পর্বে চিনকে কার্যতই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ভারত। রবিবার সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণার ঠিক আগে ভারতের তরফে লাদাখে বিমানঘাঁটি তৈরির ঘোষণা হল সরকারি ভাবে।

সীমান্ত সংঘাত ঘিরে তলানিতে পৌঁছেছে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। বারবারই চিনের আগ্রাসনের অভিযোগ তুলেছে ভারত। এবার পূর্ব লাদাখের নিয়োমা-তে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম বিমানঘাঁটি গড়ে তোলার পথে হাঁটতে চলেছে ভারত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনকে এই বিমানঘাঁটি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, জম্মুর দেবক সেতু থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রস্তাবিত এই বিমানঘাঁটির শিলান্যাস করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। খবরে সিলমোহর দিয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনও। এখনও পর্যন্ত যে খবর মিলেছে, সেই অনুযায়ী, এই বিমানঘাঁটি তৈরিতে খরচ পড়বে ২১৮ কোটি টাকা।

২০২০ সাল থেকে চিনের সঙ্গে সংঘাত চলাকালীন নিয়োমার সুউচ্চ ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের উপর দিয়েই সৈন্য এবং রসদ সরবরাহ চলে আসছে। সেখানে নিয়মিত ওঠানামা করতে দেখা গিয়েছে ভারী ওজন বহনে সক্ষম চিনুক হেলিকপ্টার এবং সি-১৩০জে যুদ্ধবিমানকে। সেখানেই বিমানঘাঁটি গড়ার সিদ্ধান্ত।এ ই বিমানঘাঁটির নির্মাণ হলে, লাদাখে প্রতিরক্ষা কাঠামো সেনাবাহিনী এবং বায়ুসেনা বল পাবে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নিয়োমা। চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে দূরত্ব প্রায় ৪৬ কিলোমিটার। সেখান থেকে চিনের বিরুদ্ধে সামরিক কৌশল রচনা যেমন সহজতর হবে, তেমনই ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের পথও সুগম হবে বলে মত বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব চৌধুরির।

তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি সেরে রাখাই নয় শুধু, সীমান্তে ড্রাগনের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতে যন্ত্রমেধা ব্যবহারেও জোর দিচ্ছে ভারত। পাকিস্তানি সেনার উপর নজর রাখতে জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোন নামানো করা হয়েছে। পূর্ব লাদাখেও উচ্চমানের প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন নর্দার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অনিন্দ্য সেনগুপ্ত।

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা এবং ব্যারাকপুর বিমানঘাঁটিকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে বিমানঘাঁটি দু’টি। ১২ সেপ্টেম্বর সেগুলিরও উদ্বোধন করবেন রাজনাথ। এই দুই বিমানঘাঁটির পুনর্গঠনে ৫২৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দেশের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই বিমাঘাঁটিগুলিকে নতুন করে সুসজ্জিত করে তোলা হচ্ছে।

লাদাখে হবে বিশ্বের সুউচ্চ বিমানঘাঁটি

নিয়োমায় বিমানঘাঁটি গড়বে বিআরও

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায় নিয়োমা

চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে দূরত্ব প্রায় ৪৬ কিমি

খরচ পড়বে ২১৮ কোটি টাকা

এসটিএফের বড় সাফল্য, প্রচুর মাদক-সহ ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩৫ লক্ষ টাকার মাদক পাচার আটকে দিল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে ১৬৫ গ্রামকোকেন-সহ গ্রেপ্তার করা হল মোট সাত জনকে। ধৃতদের নাম ঋষি সাগর, রাহুল সিং, রিকি দত্ত, রাহুল দত্ত, অবিনাশ কুমার, সন্টি সিং ও অভিষেক ঠাকুর।

কয়েকদিন আগেই হাওড়া থেকে এসটিএফের তল্লাশিতে উদ্ধার হয় কোকেন। সেই ঘটনার সূত্র ধরে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হাজির হন এসটিএফ আধিকারিকরা। ওই এলাকায় কড়া নজরদারি চালায় তাঁরা। কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ি ও বাইকে করে মোট ৬ যুবক ওই জায়গায় হাজির হয়। কিছুক্ষণ পর আরও একজন যায় সেখানে। এরপরই ৭ জনকে হাতেনাতে ধরে এসটিএফ।

এসটিএফ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, অবিনাশ কুমারের থেকে মাদক নেওয়ার কথা ছিল বাকি ৬ জনের। তবে তার আগেই মাদক-সহ গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। ধৃতদের কাছে মিলেছে ১৬৫ গ্রাম কোকেন। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা। ঘটনার তদন্তে নেমেচে এসটিএফ। খোঁজ চলছে , কোথা থেকে আনা হয়েছিল ওই মাদক বা তা কোথায় পাঠানো হত তার সন্ধান পেতে চান এসটিএফ আধিকারিকেরা। সঙ্গে এও খুঁজে দেখা হচ্ছে যে এই ঘটনার সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছেন তাও।

রাজভবনের মধ্যরাতের চিঠির নিশানা কি আর এক বসু? জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একজন মধ্যরাতে ‘অ্যাকশন’-এর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। অন্য জন, বলছেন ‘শহরে নতুন রক্তচোষা’! সাবধান।

তারই জেরে রাজ্যবাসী দেখছেন মধ্যরাতের টানটান ‘নাটক’। শনিবার রাত ১২ টার আগে ‘পত্রবোমা’ যথাস্থানে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। একটি গিয়েছে দিল্লি, অন্যটি নবান্নে। কিন্তু সেই পত্রবোমার নিশানা কে? বা কারা! গোপনীয় চিঠি নিয়ে প্রশ্ন অনেক, চলছে তার উত্তর খোঁজা।

রাজ্যের নামে নালিশ ঠুকে দিল্লিতে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নাকি নবান্নে কি অন্য এক বসু (শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর)নামে নালিশ করলেন ? উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। গভীর রাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শনিবার সকালে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এই হুঁশিয়ারি যে ফাঁকা হুঁসিয়ারি ছিল না তা রাত ১২টার কয়েক মিনিট আগেই বুঝিয়েছেন রাজ্যপাল। ১১টা ৪২ মিনিটে একটি সংক্ষিপ্ত এবং ‘রহস্যজনক’ বিবৃতি দেয় রাজভবন। তাতে বলা হয়, ‘পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দু’টি গোপনীয় চিঠিতে সই করে শনিবার রাতে মুখবন্ধ করে একটি নবান্নে ও একটি দিল্লিতে পাঠিয়েছেন।’ দুটি খামবন্দি চিঠি পাঠানো হয় রাজভবনের তরফ থেকে। যার মধ্যে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে নবান্নে এবং অপর চিঠিটি পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। যদিও

দিল্লিতে কার কাছে চিঠি পাঠানো হল বা চিঠিতে ঠিক কী লেখা রয়েছে, তা এখনও রাজভবনের তরফে স্পষ্ট করা হয়নি। এদিকে রাজভবনের পক্ষে স্পষ্ট করেই জানানো হয় যে চিঠির বিষয় ‘গোপনীয়’। যে কোনও গোপন বিষয় নিয়েই যেমন জল্পনা বেশি হয়, তেমনটা এই ক্ষেত্রেও।

বিতর্কের সূত্রপাত, শুক্রবার বিকালে রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য ঘিরে। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তাঁকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গেও তুলনা করতে দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রীকে। যার পাল্টা জবাব দিয়ে শনিবার সকালে রাজ্যপাল সি.ভি আনন্দ বোস কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ‘মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।’ অর্থাৎ মধ্যরাতে রাজ্যপাল কী পদক্ষেপ করবেন, তা নিয়ে দিনভোর জল্পনা চলে। এদিকে আবার এদিন বিকালে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে রাজভবনে তলব করা হয়। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠক চলে। যদিও তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়, তা স্পষ্ট হয়নি।

ওয়াকিবহালের অনুমান, রাজ্যপাল একটি চিঠি যেমন নবান্নে পাঠিয়েছেন, অপর চিঠিটি রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীকে পাঠাতে পারেন। রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রের কাছে অভিযোগ করতে পারেন বলে একাংশের অনুমান।

তবে বিকাশ ভবন বনাম রাজভবনের চলতি সংঘাত নিয়েই যে ‘অ্যাকশন’, শনিবার সকালে তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। দুপুরে ‘যুদ্ধের আগুনে ঘি’ ঢালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর ‘এক্স’ হ্যান্ডলে নাম না করে ‘রক্তচোষা’ বলে আক্রমণ করে। শনিবার মধ্যরাতকে ‘রাক্ষস প্রহর’ বলে তকমা দিয়ে, তার জন্য তিনি অপেক্ষায় রয়েছেন বলে লেখেন ব্রাত্য।

এই আবহই ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাজ্যপাল বর্ণিত ‘অ্যাকশন’ ব্রাত্য তথা শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকতে পারে। এ নিয়ে কোনও মহল থেকে কোনও ঘোষণা না থাকলেও, রাজ্যপালের জোড়া পত্রবাণের লক্ষ্য কে, সেই জল্পনায় সবচেয়ে বেশি উঠে আসছে ব্রাত্যের নাম। তেমন ইঙ্গিত মিলছে তৃণমূল বা বিজেপি মুখপাত্রদের কথাতেও।

নবান্নের চিঠি তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ‘দিল্লি’ বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি দিল্লির রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দিল্লির বাসিন্দা। আবার যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোনও বিষয় হয়ে থাকে তবে দিল্লির বাসিন্দা অমিত শাহকেও চিঠি দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু রাজভবন শুধু ‘দিল্লি’ বলায় সেটি রাষ্ট্রপতি ভবন না কি কেন্দ্রীয় সরকার, তা নিয়েও ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

বুধে ‘ইন্ডিয়া’-র সমন্বয় কমিটির বৈঠক পাওয়ারের বাসভবনে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট চতুর্থবার বসতে চলেছে বৈঠকে। ১৩ সেপ্টেম্বর আগামী বুধবার বর্ষীয়ান এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাসভবনেই হবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা। তবে এই বৈঠকে থাকবে শুধু কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। এই কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এদিনের এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটে কনভেনর বা আহ্বায়ক রাখা না হলেও কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক পরিচালনা করার দায়িত্ব শরদ পাওয়ার নেবেন। জানা গিয়েছে, মূলত তিনটি ইস্যুর ওপর এই বৈঠকে আলোচনা হবে। যার মধ্যে রয়েছে, আসন সমঝোতার জন্য আলোচনার সময়সীমা। সেই সময়সীমা এই বৈঠকেই নির্দিষ্ট হওয়ার কথা। আর এই সমঝোতার আলোচনাও কীভাবে হবে তার রূপরেখাও ঠিক করা হবে এদিনের এই বৈঠকে। দ্বিতীয়ত, ইন্ডিয়া জোটের সাধারণ ইস্তেহার প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা হবে এ দিনের বৈঠকে। এর পাশাপাশি যৌথ সমাবেশ বা কর্মসূচির দিন এবং স্থান চূড়ান্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে জোট বেঁধেছে বিরোধীরা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের আমন্ত্রণে পটনায় একত্রিত হয় একাধিক বিরোধী দল। বেঙ্গালুরুর বৈঠকে ঠিক হয় সেই জোটের নাম। যে নাম নিয়ে বিতর্কও চলেছে বিস্তর। এরপর গত মাসে মুম্বইয়ের বৈঠকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি-সহ একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিরই প্রথম বৈঠক হবে বুধবার।

অভিষেককে বৈঠকের দিনেই তলব করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকের দিনেই অভিষেককে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এমনটাই জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডলে (টুইটারে) অভিষেক লিখেছেন, ‘ইন্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে, যে কমিটির আমিও একজন সদস্য। কিন্তু ইডি ওইদিনই আমাকে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস দিয়েছে! এই মাত্র সেই নোটিস পেলাম। ৫৬ ইঞ্চি ছাতির কাপুরুষতা ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না।’ ‘ফিয়ার ইন ইন্ডিয়া’ হ্যাশট্যাগ দিয়েছেন তিনি। অভিষেক যে আদতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই কটাক্ষ করেছেন, এমনটাই মত বাংলার রাজনীতির কারবারিদের একাংশের। গত ৩১ অগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বিরোধী জোটের যে বৈঠক বসেছিল সেখানেই এই সমন্বয় কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেখান তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয়েছিল অভিষেককে। এদিকে আবার ১২ সেপ্টেম্বর ইডির তলবের একদিন আগেই বিদেশ সফরে রওনা হচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের বৃষ্টির জেরে ভারত-পাক ম্যাচের ভাগ্য দুলছে আশা নিরাশার দোলায়

কলম্বো, ১০ সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির আশঙ্কা ছিলই। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল ভারত-পাক সুপার ফোরের ম্যাচে। ভারত এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৪.১ ওভারে রান তোলে ১৪৭। এরপরই বৃষ্টি নামায় বন্ধ রাখতে হয় খেলা। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় রবিবার খেলা শেষ করার। বৃষ্টি থামার পর ওভার সংখ্যা কমিয়ে খেলা শেষ করার চেষ্টা করেন আম্পায়ারেরা। এক দিনের ম্যাচ হওয়ার জন্য পাকিস্তানকে অন্তত ২০ ওভার ব্যাট করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মের হিসাবে বাবর আজমদের করতে হতো ১৮১ রান। এই রান করতে পারলে সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারবে পাকিস্তান। না হলে জিতে যাবেন রোহিত শর্মারা।

এদিকে রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শুরু করতে মরিয়া আয়োজকেরা তা মালুম হল মাঠকর্মীদের পিচ শুকানোর অভিনব পদ্ধতি দেখে। তাঁরা নিয়ে চলে এলেন তিনটি পাখা।

সেই পাখা একটি ট্রলিতে চাপিয়ে চলল শুকনোর কাজ। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এশিয়া কাপের ম্যাচে ২০ ওভারের খেলা রাত সাড়ে ১১টার মধ্যে শেষ করতে হত। এরপর সেই সময়ও বাড়ানো হয়। জানানো হয়, রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষ করতে হবে রাত ১২টার মধ্যে। তার ফলে খেলা শুরু হওয়ার শেষ সময়ও একটু পিছিয়েছে। আগে ২০ ওভারের খেলা শুরু করতে হত রাত ১০টা ২০ মিনিটের মধ্যে। ফলে রবিবারের ম্যাচ রাত ১০টা ৩৬ মিনিটের মধ্যে শুরু করতে পারলেই হবে।

আর তা না হলে সোমবার রিজার্ভ দিনের খেলা শুরু হবে রবিবারের পর থেকে। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিয়ে রাখা শ্রেয়। ভারত-পাক এই হাই -ভোল্টেজ ম্যাচে শেষ মুহূর্তে রিজার্ভ দিনের ঘোষণা করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। সুপার ফোরের মাত্র একটা ম্যাচে তারা রিজার্ভ দিন রেখেছে। বাকি ম্যাচগুলোতে রাখা হয়নি এইদিন। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচ বরাবরই আয়ের একটা বড় রাস্তা, তাই এই ম্যাচকে বাকিগুলোর থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম দিনে ওভার কমানোর পরও যদি ম্যাচ রিজার্ভ ডে-তে চলে যায়, তাহলে রিজার্ভ ডে-তে পূর্ণ ওভার হবে না বরং যত ওভার কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল মাত্র ততগুলো ওভার হবে।

রিজার্ভ ডেতেও যদি ম্যাচের ফলাফল ঘোষণা করা না যায়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই এক পয়েন্ট করে পাবে।

বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অতিমারি সহ নানান বিপদ-আপদে জর্জরিত ভারত সহ গোটা বিশ্ব। তাই বিশ্বের মঙ্গল কামনায় বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞের আয়োজন করা হল দুর্গাপুরে দামোদরের বিসর্জন ঘাটে। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। নানান অশান্তি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ চলছে বিশ্বজুড়ে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে ও ঈশ্বরের কাছে বিশ্বের মঙ্গল কামনায় মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হল দুর্গাপুরে। দুর্গাপুর ব্যারেজ বিসর্জন ঘাট সংলগ্ন দামোদর নদের তীরে রবিবার এই বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞের আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের দুর্গাপুর শাখার সদস্যরা।

গ্যাসের গোডাউনে তালা ভেঙে চুরির চেষ্টার অভিযোগ, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্যাস গোডাউনের তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা হল বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে। রবিবার সকালে স্থানীয় গ্যাস সরবরাহকারীরা গোডাউনে গ্যাস সিলিন্ডার নিতে এলে, গোডাউনের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর পুলিশে খবর দিলে কোতুলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তে নামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বাঁকুড়ার জয়রামবাটি এলাকায় একটি হিমঘর লাগোয়া এলাকায় থাকা রান্নার গ্যাসের গোডাউনে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, গোডাউনের তালা ভেঙে তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই ওই সেখানে ছুটে যান গ্যাস গোডাউনের মালিক ও পুলিশ। চুরির চেষ্টা হলেও, গোডাউন থেকে কিছু খোয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ওই গোডাউনের মালিক।

অভিনব ফাঁদে বন্য জন্তু শিকারের চেষ্টার অভিযোগ, উদ্ধার বনবিভাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জঙ্গলে অভিনব ফাঁদ পেতে বন্য জন্তু শিকারের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। খবর পেয়ে সেই ফাঁদ উদ্ধার করল বনবিভাগ। একাধিক বাঁশের সঙ্গে জড়ানো তার উদ্ধার করল বন দপ্তর। বন্য জন্তু শিকার করতেই এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল বলে মনে করছে বন দপ্তর। বাঁকুড়ার জয়পুরের জঙ্গলে ফাঁদ উদ্ধারের ঘটনায় আরও বেশি করে নজরদারি বাড়াচ্ছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

বাঁকুড়ার জয়পুরের জঙ্গলে অভিনব ফাঁদ উদ্ধার করল বন দপ্তর। জঙ্গলের মাঝে বাঁশের সঙ্গে জড়ানো বাইকের এক্সেলেটর তার দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে তা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীকারীরা। রবিবার সকালে স্থানীয় মানুষের নজরে আসতেই জয়পুর বনবিভাগে খবর দেওয়া হয়। জয়পুর বনবিভাগের কর্মীরা জঙ্গল থেকে একাধিক ফাঁদ উদ্ধার করে নিয়ে যান। জানা গিয়েছে, জঙ্গলের বুনো শুয়োর, হরিণ, খরগোশ সহ বন্য জন্তু ধরতেই এই ধরনের ফাঁদ পাতা হয়েছিল।

দুষ্কৃতীরা জঙ্গলের ঝোপের মাঝে এই ধরনের ফাঁদ পেতে এইসব জীবজন্তু ধরার পরিকল্পনা করেছিল বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এর আগে এমন ফাঁদ নজরে আসেনি বলেও দাবি করেছে বন দপ্তর। সূত্রের খবর, এমন অভিনব ফাঁদ পেতে বন্য জন্তু শিকারের চেষ্টা ভাবাচ্ছে বনবিভাগকেও। এখন দেখার এই ধরনের ফাঁদ পেতে বন্য জন্তু শিকারের চেষ্টা কী ভাবে বন দপ্তর ঠেকাতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি SUBHOJIT GHOSH (Aadhar No : 5195 9275 8439) পিতা-সুবল কুমার ঘোষ, ঠিকানা-৬৪, তিলজলা রোড, তিলজলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-পঃবঃ-৭০০০৩৯। গত ০৪/০৯/২০২৩ তারিখে এলডি. ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিয়ালদহ কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র **RAYAN AHMED** নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। **SUBHOJIT GHOSH** এবং **RAYAN AHMED** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, **Md Emdadullah Mondal** son of Md Ansar Ali Mondal residing at Baksa, Bagdah, 24Pgs(N), have changed my name from **Md Emdadullah Mondal** to **Emdadullah Mondal** vide Affidavit No. 4863 dated 5/9/2023 sworn before Judicial Magistrate, Bongaon court.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই সেপ্টেম্বর , ২৪ শে ভাদ্র। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ র মহা দশা।বিংশোত্তরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের আনন্দের দিন। দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয়ে, বিশেষ চিন্তা। এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। প্রেমে অশান্তি। দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ। বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : সোমবার আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র মিষ্টি চাহনি থাকবে, আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কূল।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জালন করুন, শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা ngo তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন। আজ প্রপার্টি সম্পত্তি- বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির। যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ জৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবার এর মঙ্গলচন্ডী শ্রী চন্ডী পাঠ করুন। প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে। কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি- ভূমি- জমি- বাস্তু বিষয়, আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন। বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুর প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যায় বৃদ্ধি হবে। ক্রোধ আসবে মনে। বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের অতীব সতর্ক হয়ে, আজকের দিনটি পথ চলা উচিত। শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : সোমবার বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে। হলুদ পুষ্প। লাল পুষ্প। নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। অর্থপ্রাপ্তির পুর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন। আজ সারাদিন দুর্গা নাম করে, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন। পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন। বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন-- এতদিন। আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে। গৃহ বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, আজ মঙ্গলবার, দেবী মঙ্গলচন্ডীর ঘট স্থাপন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি। পরিবারে যেন গুপ্ত শত্রুর, ষড়যন্ত্র দেখা যাবে। সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে-- আপনার প্রতি। বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ। কথাবার্তায় তর্ক বিবাদের সম্ভাবনা। আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নাম করুণ। আজ মঙ্গলবার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : সোমবার যারা ঠান্ডা পানীয় জল- তরল- পদার্থ- কেমিক্যালের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত, রাহু কাল। বড় অর্থ লগ্ন না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : বাড়ি জমি- গৃহ- বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে। জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পূর্ব রেলের সঙ্গে চুক্ত স্বাক্ষর ক্রেসান্ডা সলিউশন্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রেসান্ডা সলিউশন্স লিমিটেড পূর্ব রেলের সঙ্গে ট্রেনে বিজ্ঞাপন পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করল। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই চুক্তিটি হয়েছে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ক্রেসান্ডা সলিউশন্স ৫০০ টিরও বেশি মেল, এক্সপ্রেস, প্রিমিয়াম, ইন্টার সিটি এবং লোকাল ট্রেনের বিতরে ও বাইরে পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিকার পেয়েছে। এরই পাশাপাশি প্রধান রেল স্টেশনগুলির ক্ষেত্রে পিক আপ, ড্রপ এবং হুইল চেয়ার পরিষেবাও প্রদান করবে।

ন্যাশনাল ফার্টিলাইজারস লিমিটেড'র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর রীতেশ তিওয়ারির উদ্যোগে শববাহী গাড়ি প্রদান করা হল উত্তর কলকাতার জনহিত সংকল্প কমিটির হাতে।

‘অভিষেক কোনো আলালের ঘরের দুলাল নন, যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তার মতামত নিয়ে তাকে ডাকবে’

ইডির তলবের প্রসঙ্গে অভিষেককে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সন্ধ্যাতে হাওড়ার আন্দুল এলাকার দানেশ শেখ লেনের দলীয় সভাতে উপস্থিত হয়ে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের টুইট বার্তার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কোনো আলালের দুলার নন, উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের কাছে , তৃণমূলের কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে উনি কেউকেটা হতে পারেন কিন্তু আইনের চোখে উনি সন্দেহভাজন অভিযুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবে ওকে এজেন্সি কখন ডাকবে সেটা ওকে জিজ্ঞেস করে ডাকবে না। এছাড়া পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিনে পুলিশ বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের অফিসের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেছে, এরকম দশটি উদাহরণ দিতে পারি। তাদের জেল খাটিয়েছেন। এখন তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা তাদের সঙ্গে ঘটছে। তাই দেখতে থাকুন। কেন্দ্রীয় এজেন্সি স্বাধীন সংস্থা, তিনি না গেলে এজেন্সি কি করবে তা এজেন্সি বলতে পারবে। ‘ পাশাপাশি শনিবার মধ্য রাতে রাজ্যপালের দুটি চিঠি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,’ কেন্দ্রীয় সরকারের সকলে এখন জি-২০-র অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। তাই তাদের প্রতিক্রিয়া কি পদ্ধতিতে আসবে সেটা আমার জানা নেই। তবে ওই চিঠি নবান্নে পৌঁছে গেছে, চিঠি পড়াও হয়ে গেছে। যদিও এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ধামাধরা সংবাদমাধ্যম কিছু বলছে না। ওই চিঠিতে এমন কিছু উল্লেখ্ আছে যা প্রকাশ্যে এলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পস্টের দলের বিড়ম্বনা বাড়বে। আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তাই রাজ্যপালকে বলতে পারিনা, তবে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাছি ওই চিঠি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। এই বিষয়টি রাজ্যের সাড়ে দশ কোটি বাসিন্দা জানতে চায়। ‘ এছাড়াও শুভেন্দু সাকেত গোখলের জি-২০ র খরচ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন ‘রাজ্যে পিসি ও ভাইপোর দুটো টিম চলছে, সাকেত যা বলেছে ওটা ভাইপোর টিম। মেদিনীপুরের সাংবাদিক গ্রেফতারের ঘটনা যেমন পিসি জানতো না, এটাও সেই রকম।’

নিজের সাংসদ তহবিলের অর্থে সুন্দিয়া গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের হাল বদলাতে উদ্যোগী সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের সাংসদ তহবিলের টাকায় ভাটপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দিয়া গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের হাল বদলাতে উদ্যোগী হলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার সন্ধেয় সুন্দিয়া গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার উন্নয়ন সমিতির তরফে জনসংযোগ সভার আয়োজন করেছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং কোয়ার্টারের আমূল পরিবর্তনের আশ্বাস দিলেন। এদিন সাংসদ জানালেন, জীর্ণ কোয়ার্টারগুলোর সংস্কার করা হবে। তাছাড়া তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থে গোলঘর উঁচু ঢিবির দুর্গামন্দির, ডবল কোয়ার্টারের শনি মন্দির ও আমতলার কালী মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হবে। গোলঘর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের উন্নয়নে টাকার প্রয়োজন লাগলে সেখানেও তিনি আর্থিক সাহায্য করবেন। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কিছু অসুর শক্তি টাকার বিনিময়ে কোয়ার্টারগুলোর হাত বদল করছেন। তবে মর্তে দেবী দশভুজার আগমনে হলেই সেই অশুভ শক্তির বিনাশ হবে। এদিনের জনসংযোগ সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা মণ্ডল, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর মনোজ গুহ, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ, রাজু শ্রীবাস্তব-সহ কোয়ার্টারের নাগরিকবৃন্দ।

যাদবপুরের সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে অজস্র বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে।

ছবি: অদিতি সাহা

পানিহাটিতে বামেদের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল রাস্তাঘাট সারাই, জঞ্জাল অপসারণ-সহ একাধিক দাবিতে রবিবার পানিহাটির মহেন্দ্রনগর অটো স্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ করল বামেরা। উক্ত অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সিপিএম নেতা তথা পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান চারণ চক্রবর্তী বলেন, রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত। নিয়মিত জঞ্জাল অপসারন করা হয় না। ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রুত জল প্রকল্প এখনও চালু হল না। চারন বাবুর অভিযোগ, বিধায়কদের ভাতা বাড়ছে। ক্লাবগুলোকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ নাগরিক পরিষেবা মিলছে না।

২৪টি সরকারি হাসপাতালে ফ্রিতে ডায়ালিসিস চালুর ভাবনা রাজ্যের

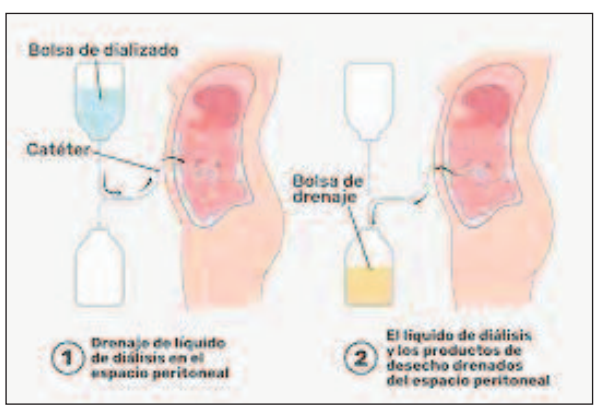

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্তমানে রাজ্যের সাতটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যের ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হয়। এছাড়া আরও ৪৫টি সরকারি হাসপাতালে পিপিপি মডেলে এই পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন হাসপাতাল গুলি যুক্ত হলে রাজ্যের ডায়ালিসিস কর্মসূচিতে যুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা বেড়ে হবে ৭৬। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, সল্টলেক মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর ভবনের তিন তলায় পাঁচ শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিট গড়ে তোলা হবে। পরবর্তী সময়ে তা বাড়িয়ে ১০ বেডের করার পরিকল্পনাও রয়েছে। চলতি বছরেই পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। বিধাননগর ছাড়া আরও ২৩টি জায়গায় চালু হবে নিখরচায় ডায়ালিসিস পরিষেবা। প্রস্তাবিত নতুন ২৪টি হাসপাতালের বেশিরভাগই মহকুমা এবং স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। মূলত আরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। বেসরকারি জায়গায় ডায়ালিসিস বেশ খরচসাপেক্ষ। কিছু কিছু সেন্টার ৬০০ থেকে ৮০০ টাকার বিনিময়ে হেমোডায়ালিসিসও করে। কিন্তু সরকারি জায়গায় এই পরিষেবা মিলবে একেবারেই বিনামূল্য।

ডায়ালসিসি পরিষেবা শুরু হচ্ছে

কালনা, ফালাকাটা, টিএল জয়সওয়াল, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, নন্দীগ্রাম, ঘাটাল, খড়্গপুর, দিনহাটা,চাঁচল, সল্টলেক, হলদিয়া, ডোমকল, জঙ্গিপুর, শ্রীরামপুর, কালিম্পং, বনগাঁ, রঘুনাথপুর, ইসলামপুর, তেহট্ট, কান্দি, নয়াগ্রাম, বড়জোড়া ও কাকদ্বীপের হাসপাতালে।

বিভিন্ন স্টেশনে নৈশ পরিদর্শন শিয়ালদার ডিভিশনাল ম্যানেজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের তরফ থেকে নজর দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তায়। একইসঙ্গে নজর দেওয়া হচ্ছে রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাতেও। এই লক্ষেই শিয়ালদা ডিভিশনের ডিভিনাল ম্যানেজার দীপক নিগম, ৯-১০ সেপ্টেম্বর রাতে কল্যাণী, আরঙহাটা ও গেদে স্টেশন পরিদর্শন করেন।

এই সারপ্রাইজ ভিজিটে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে তালিকাভুক্ত স্টেশনগুলির কল্যাণী স্টেশনের প্যানেল রুম পরিদর্শনের পাশাপাশি যাত্রী, সুরক্ষা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাপার সহ আরও উন্নয়নের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেন। এর পাশাপাশি আরঙহাটা স্টেশনেপ্যানেল রুম, ট্রাফিক গেট, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য পরিষেবা পরিদর্শন করেন। এরপর গেদেতে প্যানেল রুম, বুকিং অফিস, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং যাত্রী সুবিধাগুলিও পরিদর্শনের পাশাপাশি কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ও করেন।

যাদবপুরে নয়া আতঙ্ক ডেঙ্গি, মশা নিধনে তৎপর হতে হবে জনতাকেও

বার্তা কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: মশার জ্বালায় কাহিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পড়ুয়া থেকে স্টাফ কোয়ার্টারে থাকা লোকজনও। চারদিকে আবর্জনা, জল জমে থাকায় মশার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে এই যাদবপুর। মশা থেকে বাঁচার ফন্দি আঁটতে আঁটতেই ঘুম উড়ছে পড়ুয়াদের।

খোদ ভিসি কোয়ার্টারের বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না এমনটাই সূত্রে খবর। এদিকে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছে জ্বরে। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ। এ বিষয়ে যাদবপুরের নবনিযুক্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ জানান, 'কেন হচ্ছে এটা দেখতে হবে। যাঁদের উপর এগুলো দেখার দায়িত্ব দেওয়া আছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব।' তবে ঘুরপথে মশার দায়ও রাজ্যের ওপরই চাপালেন উপাচার্য। দেখভালের দায়িত্বে যে সমস্ত সরকারি দপ্তর রয়েছে তাঁদের কর্মীদের এ বিষয়ে বিশেষ কোনও কাজ করতেই দেখেন না তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষেদের নেতা সঞ্জীব প্রামাণিকের গলাতেও একই সুর। তবে তাঁর অভিযোগের আঙুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দিকেই। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'গোটা ক্যাম্পাসেই প্রচুর মশা। হস্টেলে কয়েকজনের ডেঙ্গি হয়েছে। বহু জায়গাতেই জঙ্গল, জল জমে রয়েছে। এসব দেখেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হেলদোল

নেই।'

এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, শুধু কলকাতাই নয়, রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এদিকে চিকিৎসকেরা বলছেন, ডেঙ্গিতে জ্বরের স্থায়িত্ব বেড়েছে। উপসর্গেও বাড়ছে শারীরিক জটিলতা, এমনটাই জানাচ্ছেন একাধিক চিকিৎসক। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, সারা রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ২৭২ জন। গ্রামে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ১০ হাজার ৩২১ জন। শহরে আক্রান্ত ৪ হাজার ৯৫১ জন। রানাঘাট, আমডাঙা, বনগাঁ, হরিনঘাটা, শান্তিপুর, হাবড়া, চাকদা বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। দমদম, আমডাঙা, হাঁসখালি, বনগাঁর মতো সমস্ত জায়গা খোলা ড্রেনের কারণেই মশার উপদ্রব বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিকে কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে মশা ধ্বংস করার যথেষ্ট উপায় তাদের হাতে রয়েছে। এদিকে খোলা ড্রেনের সংখ্যাও খুবই কম। মশা মারার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকতেও খোদ কলকাতাতে আক্রান্তের সংখ্যা কম নয়। এখানেই সাধারণ মানুষের অভিযোগ মশা মারার তেল বা ধোঁয়া ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না পুরসভার তরফে। তাই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি। যদিও কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, মশা নিধন পর্বের সঙ্গে চলছে আমজনতাকে সচেতন করার প্রচেষ্টা। ফলে ডেঙ্গি রুখতে প্রশাসনকে যেমন তৎপর হতে হচ্ছে ঠিক ততটাই পদক্ষেপ নিতে হবে জনগণকেও।

রাজ্য সরকারের সুপারিশ-না মেনে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করার বিষয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত তুঙ্গে। তবে এবার রাজ্য সরকারের সুপারিশ না মেনে নিজে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করার কারণ সম্পর্কে মুখ খুলতে দেখা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল তথা আচার্য জানান, তাঁর কাজ উপাচার্যদের নিয়োগ করার নয়, মনোনীত করার। স্থায়ী উপাচার্যদের নিয়োগ কেবলমাত্র ইউজিসি-র নিয়ম অনুযায়ী গঠিত সার্চ এবং সিলেকসান কমিটির দ্বারাই করা যায়। এই নিয়মই চালু রয়েছে। এরই রেশ টেনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এও জানান, 'রাজ্যের নিয়ম অনুসারে, রাজ্যপাল অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নিয়োগ করেন। সেক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। রাজ্য সরকার সেই সমস্ত অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নাম পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিই। যাঁদের নাম রাজ্যের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে গোপনে খোঁজখবর নিই।

তাঁদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে নিজের ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। নিয়ম বলছে, উপাচার্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি মানদণ্ড পালন করা উচিত। আমি কোনও ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার আগে তাঁর যোগ্যতা, কতটা উপযুক্ত, ইচ্ছা, একডেমিক যোগ্যতা, এবং আকাঙ্ক্ষা, এই বিষয়গুলি মাথায় রাখি। তাই মন্ত্রকের প্রস্তাবিত নামগুলি মেনে নিতে পারিনি।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল এও জানান, 'পরামর্শ মানে সম্মতি নয়। অতএব, আমি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অধ্যাপকদের তালিকার মধ্য থেকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করেছি, তাঁদের যোগ্যতা এবং পছন্দের ভিত্তিতে। আর অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের প্রফেসর হতে হবে এমন কোনও শর্ত নেই। সেটাকেই কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল শিক্ষা দপ্তর। হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে, আচার্যের পদক্ষেপ সঠিক এবং বৈধ। এদিকে রাজ্য সরকার বলছে, আচার্য ক্ষমতা লঙ্ঘন করেছেন, এমন কথাও ঠিক নয়। এটা আইনত ঠিক নয়।'

প্রসঙ্গত, এই ইস্যুতে গত শুক্রবার থেকে নতুন করে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। শিক্ষামন্ত্রী ও আচার্যের এসেছে প্রতিক্রিয়া-পালটা প্রতিক্রিয়া। শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মধ্যরাতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিতে শোনা যায় রাজ্যপালকে। এরপর রাত ১২টার আগেই দুটি চিঠিও তিনি পাঠিয়েছেন। যার মধ্যে একটি গেছে নবান্নতে এবং অপরটি দিল্লিতে। যদিও এই চিঠিগুলিতে কী লেখা রয়েছে সেই বিষয়ে অবশ্য এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়বে তাপমাত্রা, নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বাড়বে তাপমাত্রা, কমবে বৃষ্টি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও দিনভর। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। তবে সপ্তাহের মাঝেই হাওয়া বদল। আবারও বৃষ্টির স্পেল দক্ষিণবঙ্গে।

এদিকে রবিবার কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টিও হয়। তবে রবিবার থেকেই বাড়ছে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়বে এই তাপমাত্রা। সঙ্গে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। রবিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শনিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৯.৯ মিলিমিটার। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৮ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে মঙ্গলবার। ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোবে। বুধবার থেকে রবিবারের মধ্যে আরও একটি বৃষ্টির স্পেল দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে মৌসুমী অক্ষরেখা বিকানের, কোটা, সাগর ডালটনগঞ্জ, বাঁকুড়া হয়ে দিঘার ওপর দিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান। এদিকে আরও এক ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে আন্দামান সাগরে। এরপর নতুন করে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। মঙ্গলবার এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে দক্ষিণবঙ্গে। এই ঘূর্ণাবর্ত ওড়িশা অভিমুখী থাকবে। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ফলে সামগ্রিক ভাবে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। সোমবারের মধ্যে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা বাড়লে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তবে ফের মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। এদিকে উত্তরবঙ্গে উপরের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য দু-এক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টি। এই বৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা কম থাকবে। বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে, বাড়বে তাপমাত্রা। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

ডেঙ্গির পর প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে ম্যালেরিয়াও

নিজস্ব প্রতিবেদন, লেকটাউন: ডেঙ্গির পর এবার প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে ম্যালেরিয়াও। আর তাতেই প্রাণ গেল লেকটাউনের এক বৃদ্ধের। সূত্রে খবর, মৃতের নাম রামবিদ্যা গুপ্ত। দক্ষিণদাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বয়স ৭১ বছর। সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ জ্বর নিয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করতে অনেকটা দেরি করে ফেলেছিল পরিবারের সদস্যরা। এরপর ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার আইডি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর পরিবার দেহ নিয়ে আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশে চলে যান। এদিকে মৃত পরিবারের সদস্যারা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির রক্তের নমুনায় ম্যালেরিয়া ধরা পড়েছিল। ফলে ডেঙ্গির পাশাপাশি ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আতঙ্কে দক্ষিণদাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। এদিকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকার পরপর দু'জনের মৃত্যু হল জ্বরে। শনিবার ভোররাতে দমদম থানার অস্থায়ী পুলিশ কর্মী প্রীতম ভৌমিকের মৃত্যু হয়। এদিকে এদিন-ই দুপুরে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর।

ইসরোর প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে রাজ্যের শরনাপন্ন হবে যাদবপুর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ইসরোর প্রতিনিধি দল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে গিয়েছেন কিছুদিন আগেই। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সমগ্র ঘটনা জানার পর ক্যাম্পাসের আশপাশ ঘুরে নিরীক্ষণও করেছেন তাঁরা। ক্যাম্পাস পরিদর্শন করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়েছে ইসরোর তরফ থেকে এমনটাই সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপদ করতে গবেষণা শুরু করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর পর থেকেই উত্তাল হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কথা বলেছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে। এরপর র‍্যাগিং রুখতে মাঠে নামে ইসরো। সামনে আসে ভিডিও অ্যানালেটিক্স, টার্গেট ফিক্সিং, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলির কথা। এই সকল প্রযুক্তিগুলিকেই ক্যাম্পাসে বাস্তবায়ন করতে উৎসাহী কর্তৃপক্ষ।

জানা গিয়েছে, এই প্রযুক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বাস্তবায়ন করা যায় তার প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হবে। রাজ্য যদি রাজি না হয় কেন্দ্রের শরণাপন্ন হবে বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ জানান, 'অর্থের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতে হবে। যদি রাজ্য সরকার না দেয় তাহলে কেন্দ্রের কাছে চাইতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা কোনও থেকে টাকা রোজগার হয় কি না তা আমার জানা নেই। যেটুকু টাকা আসে তা পড়ুয়াদের অ্যাডমিসন ফিজ থেকেই। তা দিয়ে কিছুই হয় না।'

রাজভবনে নিরাপত্তারক্ষীদের ড্রেস কোড নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজের পছন্দের মতো নিরাপত্তারক্ষীদের ড্রেস কোড নিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রাজভবনের গেটের বাইরে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের পোশাকের রং নিয়ে আপত্তি জানান রাজ্যপাল। এডিসি মর্যাদার আধিকারিকদের তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে রাজভবনের বাইরে পুলিশের পোশাক যেন খাকি রংয়ের হয়। এরপর এডিসিদের পক্ষে এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এদিকে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট জানানো হয় যে, যেহেতু কলকাতা পুলিশের পোশাকের রং সাদা তাই এ বিষয়ে বদল করা সম্ভব নয়। যদিও সূত্রে খবর, রাজ্যপাল যে কোনও ভাবেই হোক, পোশাকের এই বদল চাইছেন। এদিকে কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে সাদা পোশাক বিধির ইতিহাস প্রায় ১৮০ বছরের। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ও আবহাওয়াজনিত কারণ ছিল। তথ্য বলছে, ১৮৪৫ সালে ব্রিটিশ শাসকরা কলকাতা পুলিশের কর্মীদের সাদা পোশাক পরার প্রচলন করেন। উপকূলীয় এলাকা হওয়ায় আর্দ্রতাজনিত কারণে ও চড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বলে সাদা পোশাকের প্রচলন। তবে দেশের অন্য প্রায় সব রাজ্যে পুলিশের পোশাক খাকি রংয়ের। বর্তমান রাজ্যপাল প্রাক্তন আমলা হওয়ায় অন্য রাজ্যের খাকি পোশাক তাঁর নজরে থাকতে পারে। তবে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মত,

রাজভবনের গেটের অর্থাৎ বাইরে কর্তব্যরত পুলিশের খাকি পোশাক হলে বিধিতেই বদল আনতে হয়।

মূলত নর্থ গেটেই বেশি সংখ্যক পুলিশ থাকে। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকেই এঁদের মোতায়েন করা হয়ে থাকে। রাজভবনের বাইরে বিক্ষোভ বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নজর রাখতে হয়। তবে তাঁদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন এডিসি। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের দু'জন এডিসি রয়েছেন। এই কথাটি এসেছে ফরাসি শব্দ এড-দ্য-ক্যাম্প থেকে। যার বাংলা তর্জমা করলে হয় পার্শ্বচর। রাজ্যপাল যখন রাজভবনে থাকেন খুঁটিনাটি নানা বিষয় তাঁদের দেখতে হয়। এর মধ্যে একজন পুলিশের আধিকারিক ও অন্যজন সেনা আধিকারিক হয়ে থাকেন।

তবে এই নতুন ড্রেস কোড নিয়ে ফের এক বিতর্ক তৈরি হল বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যপাল বিরোধী রাজনৈতিক মহল তাঁর এই আচরণকে 'তুঘলকি' বলেই তকমা দিয়েছেন বলে সূত্রে খবর। রাজ্যপাল নানা কারণে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন, এতে প্রশাসনিক স্তরে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে মত আধিকারিকদেরও। রাজ্যপালের কিছু 'খেয়াল' অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে জটিলতাও তৈরি করছে।

যুব সংঘ সুইমিং একাডেমির উন্নয়নে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০০৫ সালে ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নাগপুকুরে গড়ে ওঠে যুব সংঘ সুইমিং একাডেমি। অনেক বাধা-বিঘ্ন দূর করে এখনও টিকে রয়েছে এই সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। রবিবার এই একাডেমির ১৮তম বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। যুব সংঘ সুইমিং একাডেমিকে অত্যাধুনিক রূপে সাজাতে তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ প্রদান করার এদিন আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, শকুন যেমন মরা দেখলে ছুটে যায়। তেমনি কিছু অসাধু শক্তি পুকুর দেখলেই বোজানোর চেষ্টা করে। যদিও এখানকার মানুষজন এখনও পুকুরটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সাংসদের কথায়, ভাটপাড়া পুর

অঞ্চলে তেমন ভালো সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। কিন্তু শ্যামনগরের বুকে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখনও টিকে রয়েছে। রোগ-ব্যাধি দূরীকরণে নতুন প্রজন্মকে সাঁতার কাটার অভ্যাসে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনপ্রিয় সাংসদ। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে সাংসদ বলেন, শ্যামনগর মানেই সুব্রত ভট্টাচার্য। একদা শ্যামনগর থেকে উঠে আসা ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য কলকাতার মাঠে দাপিয়ে খেলেছেন। শ্যামনগর অঞ্চলের খেলাধূলার প্রসারে ক্রীড়াপ্রেমীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, মানিক নট্ট, সমর সরকার প্রমুখ।

বিধায়কদের মাইনে বৃদ্ধি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

এক লপ্তে এই বাজারে হাজার ৪০ টাকা মাইনে বাড়া কম কথা নয়। কিন্তু বেড়েছে। যে বিধায়কদের মধ্যে ৫০ শতাংশের সম্পত্তি ৮০-৯০ লক্ষ টাকা, ২০ শতাংশের সম্পত্তি ৩ থেকে ৫ কোটি টাকা, ১০ শতাংশের সম্পত্তি ১০ কোটি টাকার উপরে। তবে বাকি ১০ শতাংশ এমনও আছেন যাঁদের সম্পত্তি ১৫-২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এঁদের মধ্যে সিংহভাগ নতুন বিধায়ক। বার দুই বিধায়ক হলে তাঁদের সম্পত্তিও বাড়বে। ফলে বিধায়কদের এই মাইনে বাড়ায় দ্বিধাবিভক্ত যে বাঙালি তা মালুম হল একটু লোকজনের সঙ্গে আলাপচারিতা করতেই।

অনেকেই জানালেন তাঁদের দুর্ভাগ্য, এঁদের কাউকেই কোনওদিন বাজারে গিয়ে টাকা দিয়ে কিছু কিনতে দেখিনি। কিন্তু কেউ দেখে ননি বলেই তো তা ধ্রুব সত্য হয়ে যাবে না। এমন তো হতেই পারে যে ওঁরা যখন বাজারে যান, তখন

আমাদের অনেকেই যান না। আবার এমনও হতেই পারে যে ওঁরা যে বাজারে যান, সেখানে আমরা যাই না। আফটার অল ওঁরাও রক্তমাংসের মানুষ, ওঁদেরও পরিবার, সন্তান আছে। তাঁদেরও খিদে পায়। কাজেই তাঁদেরও রোজগার করতে হয়। মাইনে বাড়লে সম্ভবত তাঁদেরও ভালো লাগে।

তবে এরপরই কোথাও যেন মিলল সেই ক্ষোভের আঁচ। অনেকেই জানালেন, অন্য দিকটাও ভাবুন। ওঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা। যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা গত ছ' বছর ধরে লাগাতার কমছে। কনজিউমার ইনডেক্স সেই কথাই বলছে। বলছে দেশের মানুষের ৭০ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। যাঁরা খাদ্যদ্রব্যের জন্য ১০০ টাকা ব্যয় করতেন গত বছরেও, তাঁরা এই বছরে ৮৯ টাকা ব্যয় করছেন, মানে ১১ টাকা সাধ্য কমেছে। কারণ টাকার দাম কমেছে। মূল্যবৃদ্ধি হলেও মাইনে বাড়েনি। ২০২০-২০২১ আর ২০২১-২০২২ এর পরিসংখ্যান বলছে, ৩৭ শতাংশ মানুষের মাইনে কমেছে। এদিকে চাকরি নেই। নতুন চাকরি হচ্ছে না। আবার অনেকের চাকরি চলেও গেছে। ২০২২-এর হিসেবে ৭ শতাংশ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। এরই রেশ ধরে প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে, 'অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেখানে শ্রমশক্তির ৭০-৭৫ শতাংশ মানুষ কাজ করেন, তাঁদের অবস্থাটা জানেন? ভেবে দেখেছেন? প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো একজন কৃষকের, রোজগার দ্বিগুণ হওয়ার কথা ছিল। আদতে তাঁদেরও আয় কমেছে। ফ্রি রেশন না পেলে এক্কেবারে খালি পেটে কাটাতে হত তাঁদের। তাঁদের কথা কে ভাববে? অথচ এই জনতা জনার্দনের বিকাশ আর উন্নয়নের দায় যাদের হাতে তাঁদের মাইনে এক লপ্তে বেড়ে গেল ৪০-৫০ হাজার টাকা।'

এদিকে তথ্য বলছে সিঙ্গাপুরের মতো ছোট্ট একটা দেশে একজন মন্ত্রী বা জনপ্রতিনিধি বিরাট টাকা মাইনে পান। বড় কর্পোরেট কর্তার মতো মাইনে পান। কিন্তু দুর্নীতির ধারে কাছে থাকলে শাস্তিও হয়। এমনই এক শাসন ব্যবস্থায় ওই ছোট্ট সিঙ্গাপুরের মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি দেখার মতো। দেশের মানুষের মাথা প্রতি আয় ৮৫ হাজার ডলারের মতো। সেখানে ভারতের ৭১৩০ ডলার। মাইনে বাড়ুক বিধায়কদের, মন্ত্রীদের, আমলাদের, রাজ কর্মচারীদের কিন্তু যাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা সেই মানুষের আয় কবে বাড়বে এই প্রশ্নটাই কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে আমজনতার মধ্যে।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে নয়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রূপান্তরিত, রূপান্তরকামী তৃতীয় লিঙ্গের সমস্ত মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে মেলাতে এবার নয়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। এদিকে সম্প্রতি সরকারি চাকরিতে তৃতীয় লিঙ্গের নিয়োগ নিয়ে রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। এবার এই সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের হয়রানি কমাতে তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও খানিকটা সহজ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, এবার থেকে বৈধ মেডিক্যাল শংসাপত্র ও কাগজপত্র নিয়ে জেলাশাসকের কাছে গেলেই মিলবে তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়পত্র। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত মানুষদের মূল স্রোতে সামিল করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের তরফেই একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। আইনেও রয়েছে তাদের সুরক্ষার জন্য একাধিক ব্যবস্থা। যেকোনও সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। একমাত্র তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়পত্র থাকলে তবে সংরক্ষণের সুবিধা সহ শংসাপত্র ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ সরকারি যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত বিশিষ্টজনেরা। সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণ এতদসত্ত্বেও সমাজে ট্রান্সজেন্ডার, তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত মানুষদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আজও তৈরি করা হয়। তাই সমাজে সচেতনতা বাড়াতেও নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ। যদিও বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য বলেন, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আইন নিয়ে যে নোটিফিকেশন রয়েছে সেখানে বেশ কিছু ধোঁয়াশার জায়গা আছে। তা মেটাতে আরও সংশোধনীর দরকার রয়েছে বলে জানান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। তিনি ব্যাখা করে বলেন, যদিও আইনে বেশ কিছু বিষয় এখনও স্পষ্টভাবে বলা আছে যেমন কোনও তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত ব্যক্তির সন্তান সমান অধিকার পাবে কোনও ভেদাভেদ চলবে না।

সম্পাদকীয়

যা ছিল না তা যে কোনও দিন হবে না, এটা ভাবাও সঙ্গত নয়

চলতি বছরেই ২০ জুন রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন হয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই। অখণ্ড বাংলাকে ভাগ করার একটা বেদনাদায়ক দিনকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালনের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক অভিসন্ধিও। বিচ্ছেদের স্মৃতিবহনকারী দিনটিকে উৎসবের দিনের মাত্রা দেওয়ার পিছনে বিচ্ছিন্নতাবাদের মানসিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। আঘাত করা হয়েছে বাঙালির ভাবাবেগে। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সবর হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণই যাদের মূল লক্ষ্য, তাদের কাছে বাঙালি এবং বাংলা কী চায়, সেই বিষয় নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়? বারবার সে প্রমাণই দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। আর তাই আরএসএসের এজেন্ডা মতোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এবং বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ২০ জুনকে স্বীকৃতি দিতে মরিয়া তারা। কিন্তু আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কি এমন তথ্য জানে? ইতিহাসের বইতেও কি এসব লেখা আছে? দেশভাগের স্মৃতি উস্কে দিতে চেয়ে কেন্দ্রের শাসক দলের এমন চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে সঙ্গত কারণেই মানতে নারাজ মমতার সরকার। তাই বাংলার ঐতিহ্য, বাঙালির ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালনের জন্য এমন একটি দিনকে বেছে নিয়েছে যে দিনটিকে বঙ্গবাসী শুভ দিন বা কাজ শুরুর দিন বলেই মনে করে। পয়লা বৈশাখ। সারা দেশ, এমনকী বিশ্বও জানে দিনটি বাঙালির নববর্ষের দিন। বাঙালির আনন্দ উৎসব, গণেশ পুজো, হালখাতার ইত্যাদির দিন। তাই যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলা বছর শুরুর প্রথম দিনটিকেই 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তে অনড় রাজ্য সরকার। আর তাই বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত বিরোধী রবি ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'রাজ্য সঙ্গীত' হিসেবেও। বিধানসভায় এব্যাপারে প্রস্তাবও পাশ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন ও রাজ্যের সঙ্গীত ঠিক করার বিষয়টি জরুরি ছিল কি না তা নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের অবগত থাকা উচিত, অন্যান্য কোনও কোনও রাজ্যে কিন্তু এমন দিবস পালিত হয়। আর যা ছিল না তা যে কোনও দিন হবে না, এটা ভাবাও সঙ্গত নয়। একসময় তো চন্দ্র-সূর্য অভিযানের কথা ভাবাই যেত না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির জয়যাত্রার দৌলতে চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে বিক্রম। সফল হয়েছে চন্দ্রযান ৩-এর অভিযান। তাই অতীতে যা হয়নি, ভবিষ্যতেও যে তা হবে না, এটা ভাবার সঙ্গত কারণ আছে কি? যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন ক্ষমতায় আসার ১২ বছর পরে কেন মমতা সরকার এব্যাপারে এত তৎপর হল? জবাব দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বলেছেন, এতদিন তো রাজভবন ২০ জুন পালন করেনি। আসলে বাংলার উপর খবরদারি করার মানসিকতায় ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসের জন্য বেছে নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে গেরুয়া শিবির, যা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরলে অবাক হওয়ার নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যে দলের তেমন কোনও ভূমিকাই ছিল না, তারাই এখন দেশভক্তির নামাবলি চাপিয়ে তাদের মনগড়া ইতিহাসের পাঠ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেখানেই বাদ সেধেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জন্মদিন

আজকের দিন

লালা অমরনাথ

১৯১১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতের জন্মদিন।
১৯৭৬ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী কার্তিকের জন্মদিন।

ভারত উদয় ও তার অজানা কথা

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি জি-২০ বৈঠক উপলক্ষ্যে সব রাজনৈতিক দলকে পাঠানো রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে আমন্ত্রণের চিঠির শিরোনামে বড় হরফে লেখা; 'দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' লেখা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে যে সরকারি ভাবে দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' পাল্টে 'ভারত' করতে সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে রেজোলিউশনও আনতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, জি-২০ আসরের বিদেশি অতিথিদের পাঠানো পুস্তিকাতেও 'ইন্ডিয়া'-র পরিবর্তে 'ভারত' লেখা রয়েছে। যার গোড়াতেই লেখা; 'ভারত দ্য মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি।' রাজনীতি বিশ্লেষকদের দাবি, 'দেশের নাম আসলে ভারতই'; এমন বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিদেশি অতিথিদের কাছে। এমনকী, সম্প্রতি আশিয়ান- ইন্ডিয়া সামিটে অংশ নিতে মোদীর ইন্দোনেশিয়া সফরের ঘোষণাপত্রেও 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে সংবিধানেই ভারত ও ইন্ডিয়া এই দুই শব্দই উল্লিখিত সেখানে এই তরজা কতটা প্রাসঙ্গিক তার জন্য ইতিহাসের পাতা থেকে উৎস সন্ধান করতে হয়।

সেই সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে হরপ্পা যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, বৈদিক যুগ, মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, দিল্লী সুলতানি ও মুঘল সাম্রাজ্য সহ এমন অনেক সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। বর্তমানে অনেকেই রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে 'ভারতীয় উপমহাদেশ' শব্দযুগল ব্যবহার না করে বরং দক্ষিণ এশিয়া বলে এই এলাকাকে সম্বোধন করে থাকেন।

অনেক ইতিহাসবিদদের মতে সিন্ধু নদের মাধ্যমে অনেক বাণিজ্য হতো। এই নদ ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে পারস্যদের আগমন। মজার বিষয় হল পারস্যের অধিবাসীরা নাকি তখন 'স' উচ্চারণ করতে পারতো না এবং এরফলে আস্তে আস্তে সিন্ধু নামটি হয়ে গিয়েছিল হিন্দু।

আবার অন্যদিকে হেরোডোটাসের (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক) সময় থেকে গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়ে ল্যাটিন, পার্সিয়ান ভাষার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। প্রাচীন গ্রিকরা ভারতীয়দের বলত ইন্ডোই বা 'ইন্ডাস/ইন্ডুজ' (সিন্ধু) নদী অববাহিকার অধিবাসী। 'ইন্ডুজ' নাম থেকেই 'ইন্ডিয়া' নামটির উৎপত্তি। ইন্ডিয়া বলতে ইন্ডুজ নদীর (সিন্ধু নদ) তীরবর্তী এবং এর পেছনের এলাকাকে বোঝানো হত। সিন্ধু/হিন্দু নদের অববাহিকায় যারা বাস করত তাদের হিন্দু বলা হত। মানে হিন্দু বলতে কোন ধর্মের অনুসারী বোঝাত না। সমস্ত ভারতে বসবাসকারীদের হিন্দু বলা হত। অ্যাংলো-সেক্সনদের কাছে India শব্দটি পরিচিত ছিল এবং রাজা আলফ্রেডের Orosius অনুবাদে শব্দটি পাওয়া যায়। Middle English-এ ফরাসি প্রভাবে শব্দটি.ু:ত্মত্র বা জ্জ:ত্মত্র-তে পরিণত হয়, যা Early Modern English-এ Indie হিসেবে প্রবেশ করে। বর্তমান India নামটি ১৭ শতক থেকে প্রচলিত।

সেই সুদূর অতীত থেকেই ইন্ডিয়াকে ভারত নামে ডাকা হয়। ভারতীয় সংবিধানে ভারত নামটিকে সাংবিধানিক রূপ দেয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রথম আর্টিকেলেই লেখা হয়েছে, 'India– that is Bharat– shall be a union of states'. অনেক ঐতিহাসিকদের মতেই ভারত নামটি রাজা 'ভরত'- এর নাম থেকে এসেছে। মহাভারতে সেই কাহিনী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পুত্র রাজা ভরতকে এই বর্ষ বা অঞ্চল দেওয়া হয়েছিল বলেই এই এলাকার নাম তখন বলা হতো ভরতবর্ষ। আর সেখান থেকেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। উল্লেখ্য যে, বর্ষ বলতে কোন একটি অঞ্চলকে বোঝানো হত।

অনেক সংস্কৃত শ্লোক এবং পৌরাণিক লিপিতে দেখা যায় যে ভারতীয় এই উপমহাদেশটি পূর্বে জম্বুদ্বীপ নামেই বহুল প্রচলিত ছিল। এছাড়াও প্রাচীন কয়েকটি ভাষায় তেনজিকু নামেও ভারতকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তেনজিকু শব্দটি মূলত হিন্দু শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। হিন্দি শব্দটি চীনা ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে তেনজিকু হয়ে গিয়েছে।

ভারতের নামকরণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত থাকলেও ইতিহাস জানান দেয় যে ভারতমাতার জন্ম এই বাংলায়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জলরংয়ে একটি ছবি আঁকেন স্বদেশী আন্দোলনের সময়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কল্পিত রূপের প্রতিকৃতি তৈরি করেন অবন ঠাকুর। প্রবাসী পত্রিকায় ছাপার সময় ছবির নাম ছিল মাতৃমূর্তি। যদিও অবন ঠাকুর ভেবেছিলেন ছবির নাম রাখবেন বঙ্গমাতা। ভগিণী নিবেদিতা এই ছবির নাম দেন ভারতমাতা। ছবির প্রশংসায় নিবেদিতা লিখেছিলেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ছবির আবেদন অনস্বীকার্য। তা নামেই হোক কিংবা ভারতবাসীর মনে। আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই ছবি হাজার হাজার ছাপিয়ে আমি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে দেব। কৃষকের কুঁড়েঘর হোক বা শ্রমিকের ঘর সকলের দেওয়ালে যাতে এই ছবি টাঙানো থাকে।

কিন্তু মাতৃরূপে দেশভজনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধে একাধিকবার ভারতমাতার পুজো নিয়ে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। যেমন, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে লিখেছেন, আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাইখ... প্যাট্রিয়টিজমের ভাবরস-সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।... আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব হঠাৎ করেই দেশের নাম নিয়ে এত জল্পনা, কোলাহল রাজনৈতিক কোনও পদক্ষেপের অংশ সেই বিষয়ে খুব সন্দেহ না থাকা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার 'ভারত' নাম চালুর ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে এই নামবদলে ১৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা। ২০১৮ সালে সোয়াজিল্যান্ডের নাম বদলের পর যে ভাবে অর্থ খরচ হয়েছিল সে দেশের সরকারের, সেই অঙ্কের ভিত্তিতেই এই হিসেব, যা এই সময়-এর তরফে নির্দিষ্ট ভাবে হিসেব করে দেখা হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, রিব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করার পাশাপাশি প্রশাসনিক যে যে বদল আনতে হবে, তাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাগবে ১৪০ কোটি ভারত বা ইন্ডিয়ার দেশবাসীর। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এই মুহূর্তে খরচ করা আর্থিক মন্দা কাটিয়ে সবল হতে থাকা অর্থনীতির পক্ষে বিপুল বোঝা বাড়িয়ে তুলবে তাই হটকারী সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে আরেকটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।।

তবে এতকিছুর মধ্যেও বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েনের ভারত সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তিটি আজও হৃদ্য করে রেখেছে যেখানে তিনি বলেছেন, 'ভারত হল মানবজাতির আঁতুড়ঘর, মানুষের মুখের ভাষার জন্মভূমি, ইতিহাসের জন্মদাত্রী স্বরূপ, কিংবদন্তির মাতামহ এবং ঐতিহ্যের প্রমাতামহী স্বরূপা'। আর এমন সম্ভাষণই বলে দেয় ভারতের অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে কতটা গভীর যাকে রাজনীতির স্বার্থে নামের বিভেদে ভাঙ্গা সহজসাধ্য কখনই ছিল না বা আগামী দিনেও নয়।

কেন বারবার টার্গেট করা হচ্ছে সনাতন ধর্মকে?

দিগন্ত চক্রবর্তী

প্রকাশ্য সভা থেকে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের পুত্র তথা তামিলনাড়ু রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী উদয়নিধি স্টালিন। শুধুমাত্র বিরূপ মন্তব্যতেই থেমে থাকলেন না, সরাসরি সনাতন ধর্মের আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করার কথাও বলেলেন। শনিবার চেন্নাইয়ে লেখকদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তরুণ ডিএমকে নেতা উদয়নিধি বলেন, 'আমাদের প্রথম কাজ হল বিরোধিতা নয়, সনাতন ধর্মের আদর্শকে মুছে ফেলা। এই সনাতন প্রথা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরোধী।'

সনাতন ধর্ম তো কোনো রাজনৈতিক দল নয়, তাহলে সনাতন ধর্মকে মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়ে তিনি কি বার্তা দিতে চাইছেন? প্রসঙ্গত, কোনো দেশকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন সেই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপরে আঘাত আনার। বহিরাগত শাসকরা বারবার এই চেষ্টাই করেছে, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। ২৩০০ বছর ধরে বহু বিদেশি শক্তি ভারতের উপর আঘাত আনলেও ভারত আজও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র এই ধর্মের জন্যই। এই ধর্মকে শেষ করার আহ্বান জানানো অপর অর্থে ভারতবর্ষকে শেষ করার আহ্বান জানানো নয় কি?

সনাতন ধর্মই যে ভারতের মূল ভিত্তি এটা কোন মনগড়া কথা নয়। যুগে যুগে ভারতের মনীষীরা এই কথা বলে গেছেন। সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ তার বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছেন 'যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান্ হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান্ হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড় করে তোলা।ক্ষ্ম তবে কি এই ভয়টাই তারা পাচ্ছেন? ভারতবর্ষ যাতে নিজের গৌরবময় স্থানে আবারো পৌঁছতে না পারে তার জন্যই কি তবে সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা? কবির ভাষায় বলি, ক্ষ্ম শত আঘাতেও মরেনি এ দেশ অমর পূণ্যভূমি; শাশ্বত তার জীবনের ধারা আজও অম্লান জানি।'

ঋষি অরবিন্দ আরো বলেছেন, 'সনাতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।' অর্থাৎ সনাতন ধর্মের সাথে জাতীয়তার যে কোন বিভেদ নেই, তা যে একই, তা খুব স্পষ্টভাবে উত্তরপাড়া অভিভাষণ থেকে নির্দ্বিধায় বলেছিলেন শ্রী অরবিন্দ। ঋষি অরবিন্দের কথা অনুযায়ী যদি বলি, সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করার অর্থ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা নয় কি ?

আবার এই ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অভ্যর্থনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্ব ধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।' সনাতন ধর্মের মহত্ব সেদিন গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন স্বামীজী। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (ভাবার্থ বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।'

সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম যারা নিজে থেকে কখনো অন্য ধর্মকে আঘাত করেনি। তাই বলে যদি ভাবা হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভীতু বা দুর্বল তাহলে কিন্তু ভুল হবে। এই কারণেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে রাজনীতিবিদরা সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। আর এইবার শুধু মন্তব্য নয়, প্রকাশ্যে সনাতন ধর্মকে শেষ করার আহ্বান। যে ধর্ম সহনশীল, যে ধর্ম সকল ধর্মকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে, যে ধর্ম বিশ্বাস করে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতিতে সেই ধর্মকে শেষ করা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষীরা কি তবে মূর্খ বা অবুঝ ছিলেন? যে না জেনে বুঝে সনাতন ধর্মের গুনগান করেছেন। না, তারা মূর্খ বা অবুঝ ছিলেন না, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সনাতন ধর্মের মহত্ব ও মাহাত্ম্যগুলি। যে রাজনৈতিক নেতারা আজ শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ও নিজেদের ভোট ব্যাংকের কথা ভেবে সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করছেন, সনাতন ধর্ম সম্পর্কে কুমন্তব্য করছেন রাজনৈতিক মোহ মুক্ত হলে তারাও বুঝতে পারবেন সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব এবং বর্তমান ভারতে সনাতন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা।

সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, করোনার সাথে তুলনা করে শুধু তিনি থেমে থাকেননি, যখন তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উঠে তখন তিনি বললেন, 'Bring it on. I am ready to face any legal challenge. We will not be cowed down by such usual saffron threats.' কথাটি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন বলেই হয়তো তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উঠেছে এবং তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন তিনি আইনি পদক্ষেপের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বললে কি তিনি এই সাহস দেখাতে পারতেন? খুব অদ্ভূতভাবে যখনই তার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেল কথা উঠলো তিনি এটাকে গেরুয়া হুমকি বলে অভিহিত করলেন এবং একবার নয় বারংবার সনাতনীদের ভাবাবেগে আঘাত করলেন।

যিনি মন্তব্যটি করেছেন তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং একটি রাজ্যের মন্ত্রীও বটে। তাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে? নাকি ভারতবর্ষে বসবাসকারী কোটি কোটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে? যেহেতু তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতা তাই আতঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে এনারা যদি দেশের ক্ষমতায় আসেন তাহলে দেশের সনাতনীদের কি শোচনীয় অবস্থাই না হবে! এই লড়াইকে তিনি আর রাজনৈতিক মঞ্চে রাখলেন না এই লড়াই কে তিনি নিয়ে এলেন সনাতনীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে।

প্রাচীন কাল থেকে আমরা দেখে আসছি যখনই ধর্ম এবং অধর্ম মুখোমুখি হয়েছে, সেটা মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হোক কিংবা তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো বিষয়ে, তখন ধর্মেরই জয় হয়েছে। কেননা, সনাতন শব্দের অর্থ শাশ্বত, অনন্ত, নিত্য, চিরন্তন, চিরস্থায়ী। অর্থাৎ যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তা-ই সনাতন । এই ধর্মের দর্শনও যেহেতু স্থান, কাল, পাত্র, উচু, নিচু ভেদাভেদ রহিত এবং সকল মানুষ তথা সকল জীবের জন্য- তাই এটি সার্বজনীন।

সব শেষে আবারো কবির ভাষায় বলি,

'দিব্যজ্যোতিতে দীপ্ত যাহারা আমরা সেই সে জাতি, সনাতন সেই ধর্মের বোধে দিল অমরার জ্যোতি। মহামৃত্যুর আঁধার ভেদিয়া জ্বলিল অনির্বাণ, শতস্বর্গের তীর্থক্ষেত্র আমার প্রাণের স্থান।'

মতামত: লেখকের নিজস্ব

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাণ্ডুয়ায় যুবতীকে জোর করে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগে তৃণমূল যুবনেতা ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবতীকে এলাকার এক তৃণমূল যুবনেতা জোর করে গাড়িতে তোলেন বলে অভিযোগ। নির্যাতনের দাবি, শ্লীলতাহানিও করা হয়েছে তাঁর। পরে তরুণীর দাদুর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন অভিযুক্ত যুবনেতা। রবিবার তাঁকে পেশ করা হয় চুঁচুড়া মহকুমা আদালতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত্রিবেলা পাণ্ডুয়ার জয়পুরের জিটি রোডের ধারে বছর উনিশের ওই যুবতী দাঁড়িয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল যুবনেতা এসে জোর করে তাকে গাড়িতে তোলেন। প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে সিমলাগড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে শ্লীলতাহানি করেন। যুবতীর চিৎকারে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে আসেন। টহলরত পাণ্ডুয়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তাঁরাই উদ্ধার করেন যুবতীকে। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত নেতাকে।

যুবতীর দাদু বলেন, 'আমি বাড়িতে ছিলাম। পাড়ার একটি ছেলে এসে ডেকে বলল থানায় যেতে। থানায় গিয়ে দেখি নাতনি বসে আছে। ঘটনা শুনে অফিসারকে বললাম যা করলে ভাল হয় করুন।' পাণ্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম নেতা আমজাদ হোসেন বলেন, 'তৃণমূল যুবনেতা একটি মেয়েকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এলাকার লোকজন মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পুলিশ খবর পেয়ে খুব ভালো কাজ করেছে। মেয়েটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' তৃণমূলের পাণ্ডুয়া ব্লক সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'কেউ যদি অপরাধ করে থাকে, তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কয়েকদিন আগেই ওকে যুব সভাপতি করা হয়েছিল। তবে অন্যায় করলে দল বহিষ্কার করবে।' যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর এই কাজ করেছেন সিপিএম নেতা আমজাদ হোসেন।

উল্লেখ্য, পাণ্ডুয়া এলাকার যুবনেতা এই অভিযুক্ত সভাপতি হওয়ার পরই এলাকার এক ব্যক্তির দোকান জোর করে দখল করে পার্টি অফিস করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হতেই নিজের দোকান সুব্রত বর্মণ নামে ওই ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করেন বলে জানা গিয়েছে।

আসানসোলে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃদ্ধাশ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার আসানসোলের কল্যাণপুরে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মলয় ঘটক বৃদ্ধাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই গ্রাউন্ডব্রেকিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, কাউন্সিলর অনিমেষ দাস, বর্ডার প্রোহিবিশন ওয়েলফেয়ার সেন্টার সোসাইটির সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যরা।

মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'আসানসোল শিল্প এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন ছিল, যার সূচনা আজ বর্ডার ওয়েলফেয়ার সেন্টার থেকে শুরু হয়েছে, আসানসোলের কল্যাণপুরে আজ জমি উৎসর্গ করলেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা।' তিনি বলেন, 'বাউন্ডারি নির্মাণের জন্য ফান্ড দেওয়া হয়েছে, আজ থেকে এই বৃদ্ধাশ্রমের বাউন্ডারির কাজ শুরু হয়েছে, খুব শিগগিরই বৃদ্ধাশ্রমও তৈরি হবে, এই বৃদ্ধাশ্রমটি হবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত। এটি নার্সিংহোম তৈরি করা হবে, যেখানে যে কেউ এসে থাকতে পারবে এবং তাদের সব ধরনের আরাম ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এই সংস্থার কাজের ফলে বাড়ি থেকে মুক্ত হওয়া সমস্ত বয়স্ক মানুষ অনেক সুবিধা পাবেন। এমন একটি সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই বর্ডার ক্রসিং সেন্টারের প্রতি, যারা এমন ভাবনা আসানসোলে আয়োজন করেছে। আমাদের পক্ষ থেকে যা সহযোগিতা করা যায়, তা করা হয়েছে, আমরা তা পূরণ করব।'

ফের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মিষ্টি স্বাদের পদ্মার ইলিশ বাজেয়াপ্ত বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলঙ্গি: ফের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে ৩২৫ কেজি মিষ্টি স্বাদের পদ্মার ইলিশ বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ। জলঙ্গি থানা এলাকার ফরাজিপাড়া বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) এলাকা থেকে দু'টি ঘটনায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার ইলিশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাটের গাদায় ইলিশগুলো ভারতে ঢোকাচ্ছিল চোরাকারবারীরা। বাজেয়াপ্ত মাছের ওজন প্রতিটির এক কেজির বেশি। ভারতের বাজারে ১৪০০-১৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ঘটনায় এক মৎস্য ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযোগ, চোরাপথে ভারতে ঢুকছে মিষ্টি স্বাদের লাল পেটের পদ্মার ইলিশ। দু'দিন আগে প্রচুর ইলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল বিএসএফ। ফের দু'টি ঘটনায় মোট ৩২৫ কেজি ইলিশ বাজেয়াপ্ত করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সুনির্দিষ্ট তথ্যের

ভিত্তিতে সীমান্ত চৌকি ফারজিপাড়ার জওয়ানরা, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের বিএসএফের অধীনে জওয়ানরা ৩২৫ কেজি ইলিশ মাছ আটক করেছেন। ভারতীয় বাজারে মাছের আনুমানিক মূল্য ৫,২০,০০০ টাকা। বাংলাদেশ থেকে মাছের এই বিশাল চালান ভারতে আনার চেষ্টা করছিল চোরাকারবারীরা। বিএসএফ-এর গোয়েন্দা শাখা থেকে তথ্য পেয়ে ফরাজিপাড়া এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়। দুপুর ৩টে নাগাদ বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের এলাকায় কিছু সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারেন। জওয়ানদের নজরে আসে একজন পাটের বান্ডিল নিয়ে মাথাভাঙা নদী পার হয়ে বাংলাদেশের দিক থেকে আসার চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ ইঞ্জিন বোটে নিয়ে তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। এরপর বিএসএফ পাটের বান্ডিল খুলে তাতে ২৯০ কেজি ইলিশ মাছ দেখতে পায়। ধৃত পাচারকারীর নাম নিতাই মণ্ডল। বাড়ি জলঙ্গি থানা এলাকার তাতলি। ধৃত জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তিনি সীমান্ত পেরিয়ে মাছটি বাপন মণ্ডলের কাছে হস্তান্তর করতে যাচ্ছিলেন। এই কাজের জন্য তাকে টাকার বিনিময়ে ভাড়া করা হয়েছিল।

এদিকে, অন্য একটি ঘটনায়, বর্ডার পোস্ট ফারজিপাড়া জওয়ানরা তাদের দায়িত্বের এলাকা থেকে ৩৫ কেজি ইলিশ মাছ আটক করেছেন। আটক চোরাকারবারী সহ বাজেয়াপ্ত ইলিশ জলঙ্গির শুল্ক বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফের জনসংযোগ আধিকারিক এ কে আর্য বলেন, 'ফের বড় সাফল্য অর্জন করেছে বিএসএফ। ইলিশের মরশুমে সীমান্তে আরও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।'

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **অতুল সুধাকর**, পিতা - অর্জুন প্রসাদ, নিবাস - ৫২, পি. সি. ডি. রোড, পোঃ - নাটাগড়, থানা - ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৩, ঈশ্বরীপুর মৌজার এল. আর. ১০৫৩ নং খতিয়ানে আর. এস. ২৩৮৩ তথা এল. আর. ২৩৫৫ নং দাগে কমবেশী ১৪.৮৫ শতক জমি সাকিন - সদরহাট, পোঃ - বন্দীপুর, থানা - রহড়া, কোলকাতা - ৭০০১১৯ নিবাসী মর্জিনা বিবি, স্বামী - মৃত সুলতান হোসেন গং হইতে ক্রয় করিতে প্রস্তুত। উক্ত ক্রয় - বিক্রয় কার্য্যে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রমাণ সহ নিম্নের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন - ৮৯১০৫৬৬৫০৭।

শ্রী বিধান চন্দ্র চৌধুরী
(এ্যাডভোকেট)
কলকাতা উচ্চন্যালয়
মোঃ - ৮৯১০৫৬৬৫০৭

ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ

আবেদন বিস্তারিত বিজ্ঞাপন

(রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য)

কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৬৪/কেবি/২০২৩

আবেদন নোটিশ

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ১০ অধীনে অশোকা ডিজানিস এলএলপি (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা) এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া, একটি কোম্পানি আবেদন পেশকৃত **শ্রীমতি বেদিকা আগরওয়াল, ডেজিগনেটেড পার্টনার,** অশোকা ডিজাইনস এলএলপি কর্তৃক ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে এবং উক্ত আবেদন ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে **৫ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। যেকোনও ব্যক্তি উক্ত আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে তার আগ্রহের বিষয় সম্বলিত নোটিশ, নিজ বা অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর, নাম ঠিকানা সহ আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট শুনানির অন্তত **'দুই দিন'** পূর্বে পাঠাতে হবে। আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে বিরোধিতার কারণ সহ নোটিশ পাঠাতে হবে। নির্ধারিত শুল্ক আদায় দিয়ে আবেদনের একটি কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৩ (স্বা/-)

রাহুল পরশরামপুরিয়া
(কর্পোরেট আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি)
ঠিকানা : ১ আবদুল হামিদ স্ট্রিট (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট)
২য়তল,সুইট নং ১১৩, কলকাতা -৭০০০৬৯

সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার

রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ,কলকাতা সমীপে

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল (১৭) সম্পর্কিত

এবং

জয়গুরু এস্টেট এলএলপি (সাবেক জয়গুরু এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড হিসেবে পরিচিত (এলএলপিআইএন:এবিসি-৭৯৪১) রেজিস্টার্ড অফিস : **২৩ রাজা সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা, পব-৭০০০২৭ সম্পর্কিত** ....**আবেদনকারী**

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট এলএলপি ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজে'' তার রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর অনুমতি নিমিত্ত ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ,কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ পোর্টাল-২১ (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা সরাসরি বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে নোটিশ রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৩য়তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন , একটি কপি এলএলপি'র নিম্নোক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :২৩ রাজা সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা, পঃবঃ-৭০০০২৭।

আবেদনকারীর পক্ষে
জয়গুরু এস্টেটস এলএলপি
(সাবেক পরিচিত -জয়গুরু এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড হিসেবে)
স্বা/-
ডেজিগনেটেড পার্টনার

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩ **সুরেন্দ্র কুমার কানোই**
স্থান: কলকাতা **ডিন : ০০৭৭৩৯৯৮**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০১৩৫৯)

এসবিআই রামরাজাতলা শাখা
রাম চরণ শেঠ রোড, রামরাজাতলা,
হাওড়া: ৭১১১০৪, ই-মেল: sbi.01359@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : অনামিকা কুমারী শ', সুপর্ণা মিদ্দে, পিয়ালী ঘোষ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩০.৮২০ গ্রাম নিট ওজন ২৮.০০০ গ্রাম	৩টি চেন
২.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৭.২৬০ গ্রাম নিট ওজন ৬.৫০০ গ্রাম	২টি টিকলি
৩.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৯.১২০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৫০০ গ্রাম	৪টি কানের দুল
৪.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৭.২৭০ গ্রাম নিট ওজন ৬.৫০০ গ্রাম	২টি হাতের আংটি
৫.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৪.০০০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৫০০ গ্রাম	৩টি নাকের দুল
৬.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১৬.৪১০ গ্রাম নিট ওজন ১৫.০০০ গ্রাম	১টি চুড়
৭.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১৬.৮৭০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.০০০ গ্রাম	১টি পাথর সহ বালা
৮.	২০.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১৫.৫৫০ গ্রাম নিট ওজন ৭.০০০ গ্রাম	১টি গালা সহ বালা

স্থান: হাওড়া, রামরাজাতলা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

'ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট' সিজন ১০-এ মহম্মদবাজারের কাপিষ্ঠা গ্রামের ঋষিতা

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

হিন্দি রিয়েলিটি অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের কাপিষ্ঠা গ্রামের ঋষিতা ঘোষ সাফল্যের সঙ্গে পারফরমেন্স করায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আলো দেখ ছেন বীরভূমের দর্শকেরা। সর্বভারতীয় স্তরের হিন্দি বিনোদন চ্যানেল সনি লিভ রিয়েলিটি শো তে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ৪০ জন সদস্যের পাশাপাশি গোল্ডেন গার্লস টিমের সদস্যা হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। শনি ও রবিবার রাত সাড়ে নটায় সেই অনুষ্ঠান দেখ তে টিভির সামনে বসছেন বীরভূমের মানুষজন, দেখছেন ইন্ডিয়া গটস ট্যালেন্ট সিজন ১০ এর চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান। গোল্ডেন গার্লস এর পারফরমেন্সে খুশি বলিউডি সুপারস্টারেরা। কখনো অক্টোপাস, কখনও পাখি , জল, গাছ, প্রজাপতি অজগর অথবা গণেশ কিম্বা স্বস্তি চিহ্ন, কখনও প্রদীপ কখনো শিবলিঙ্গ কিম্বা নন্দী মহারাজ করে চমকে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ওমেন্স পাওয়ার। তাই অত্যন্ত খুশি ঋষিতা নিজেও, সে জানায় সুমন ভাইয়া সহ সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এমন পারফরমেন্স তাদের বাড়তি মনোবল বাড়িয়ে আশার আলো দেখাচ্ছে। তাই তার আবেদন সকলে তাদের টিমের জন্য ভোট দিন। আর মেয়ের সাফল্যে খুশি বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং মা সাথী ঘোষ। তারা বলেন, বহু কষ্ট করে ভালোবেসে পড়াশোনার পাশাপাশি যোগা নৃত্য অনুশীলন করেছে সে, আর আজ মুম্বইয়ে পারফরমেন্স করছে, তাই তারা খুশি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স গঙ্গাধাম ট্র্যাকম প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51109WB1995PTC068418)

ডিরেক্টরগণের গঠনের পরিবর্তন বিষয়ক

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ০৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তি নং ডিএনবিআর। (পিডি)০২৯/ সিজিএম (সিডিএস)-২০১৫ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী কৈলাশ চাঁদ জৈন এবং শ্রী নীতীন জৈন, গঙ্গাধাম ট্র্যাকম প্রাইভেট লিমিডেট, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে গঠিত একটি সংস্থা এবং ভারতী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নথিভুক্ত উল্লেখ্য সার্টিফিকেট নং বি.০৫.০৫৪১৩, রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫নেতাজি সুভাষ রোড,কলকাতা, পঃবঃ-৭০০০০১ ডিরেক্টরগণ, কোম্পানির ডিরেক্টর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ২৭.১০.২০২০ তারিখে।

নতুন ডিরেক্টরগণ শ্রী মনোজ জৈন (ডিন : ০০৫৫৪৫৮৯) এবং শ্রী নবীন জৈন (ডিন : ০১৮৫৪৮৫৭) ২৭.০১.২০২০ তারিখে নিযুক্ত হয়েছেন।

সাধারণের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে আরবিআই সার্কুলার ডিএনবিআর, (পিডি) সিসি, নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই ২০১৫ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অনুযায়ী অধীনে এনবিএফসি এর পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন যা শ্রী কৈলাশ চাঁদ জৈন এবং শ্রী নীতীন জৈন এর পদত্যাগ এবং শ্রী মনোজ জৈন এবং শ্রী নবীন জৈনের নিযুক্তির ফলে ৩০ শতাংশের বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ডিরেক্টরগণের ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা/আপত্তি থাকলে ডিপার্টমেন্ট অব নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ালি প্লেস, বিবিডি বাগ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।

মনোজ জৈন
তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ **ডিরেক্টর**
স্থান : কলকাতা **ডিন : ০০৫৫৪৫৮৯**

ফর্ম জি

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক ক্রিয়াকলাপে পরিচালিত
অরবিট ফাইন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি.-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অরবিট ফাইন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি. সিআইএন : U74140WB2009PTC136173 প্যান : AABCO2090G
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪, ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা কলকাতা পঃবঃ ৭০০০০১ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে বিক্রয়কৃত প্রধান পণ্য পরিষেবার পরিমাণ ও মূল্য	২০২২-২৩ বর্ষে রাজস্ব নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মচারী নেই
৮.	শেষ দুই বছরের প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন (শিডিউল সহ), বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ঘটনার তারিখ পাওয়া যাবে-	cirp.orbit@gmail.com -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
৯.	সংশ্লিষ্ট কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে প্রস্তাবক আবেদনকারীর উপযুক্ততা	cirp.orbit@gmail.com -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩ অক্টোবর ২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	cirp.orbit@gmail.com

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া - রেজলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-2018/11710
তারিখ: ১১.০৯.২০২৩ ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৪, কলকাতা ৭০০০০১
স্থান: কলকাতা অরবিট ফাইন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি.-এর পক্ষে

SBI এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)

৭৮, নেতাজি সুভাষ রোড, শান্তিপুর, নদীয়া, (পঃবঃ) পিন-৭৪১৪০৪
টেলি নং: ৮০০১১৯৬৩০৬ ই-মেইল: sbi.00176@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, শান্তিপুর শাখা, আঞ্চলিক কার্যালয়- কৃষ্ণনগর এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০৩/০৭/২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী পার্থ মুখোপাধ্যায়** -কে আহ্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৫২,০১,৫৮৭.০০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ এক হাজার পাঁচশো সাতাশি টাকা মাত্র) ২৯/০৬/২০২৩ অনুযায়ী** এবং সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে উক্ত রুলস -এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৫২,০১,৫৮৭.০০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ এক হাজার পাঁচশো সাতাশি টাকা মাত্র) ২৯/০৬গ্ন২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি ৩০/০৬/২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, ব্যয় ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- শান্তিপুর, জে.এল. নং- ২২ দাগ, আর.এস. নং- ২৭৮৭, এল.আর. নং- ২৭৯৯ এবং খতিয়ান নং এলআর ১৬৫২৮, মৈত্র পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, পোস্ট ও থানা - শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ -তে অবস্থিত ৬.০৮ ডেসিমেল পরিমাপের ভিটি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- **উত্তর**- মৈত্র পাড়া লেন, **দক্ষিণ**- অনিমা দাসের জমি, **পূর্ব**- রাধিকা রঞ্জন মুখাপাধ্যায়ের দোতলা বিল্ডিং, **পশ্চিম**- রাধিকা রঞ্জন মুখাপাধ্যায়ের একতলা বিল্ডিং এবং তারপরে অনিমা দাস এবং অন্যান্যদের প্যাসেজ।
সম্পত্তিটি **শ্রী পার্থ মুখোপাধ্যায়ের** নামে আছে।

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের কাছে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকেই তাঁদের কাছে পরিষেবার বিকল্প মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: শান্তিপুর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে জমি দান উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: উন্নয়নের জন্য সরকারি কাজে জমি দান করে নজির গড়লেন বাগনান এক ব্লকের বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক রহমান। জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে'র কাজ চলছে। মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করে ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে। তবে এই কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি একটা ফ্যাক্টর বলে অনেক ক্ষেত্রে সেই কাজ আটকে থাকছে বলে দাবি ব্লক স্তরের আধিকারিকদের।

কিন্তু এই প্রকল্পের জন্য বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যখন জমির সমস্যা হয়েছিল, তখন আর দ্বিতীয়বার ভাবেননি বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক রহমান। নিজের দশ কাঠা জমি দান করে দেন। এরপর জমিজট কাটায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ হয়। রবিবার বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওলানপাড়া মৌজার বাড়ভগবতীপুরে তৈরি হওয়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট উদ্বোধন করলেন বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন। এদিন অরুণাভবাবু সরকারি কাজ রূপায়ণ ও মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য উপপ্রধানের এ হেন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপস্থিত ছিলেন বাগনান এক ব্লকের বিডিও অভিষেক দাস, বাগনান ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন, সহ সভাপতি পঞ্চানন দাস প্রমুখ।

পাহাড় বাঁচাতে ঐতিহ্যবাহী পাথর শিল্প আজ লুপ্তপ্রায়

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার প্রাগৈতিহাসিক ভূখণ্ড শুশুনিয়া পাহাড়। আর এই পাহাড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শুশুনিয়ার বিখ্যাত পাথর শিল্প। যার কারুকার্য ছিল দেখার মতো, কিন্তু পাথর শিল্পের জন্য দরকারি কাঁচামাল বা পাথর আসত খোদ শুশুনিয়া পাহাড় থেকে। পাহাড় কেটে নামানো হত পাথর, তখনই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল পাহাড়ের একাংশ ধসে পড়ার। তারপরই ছাতনা বন দপ্তরের তৎপরতায় শুরু হয় পাহাড় বাঁচাবার অভিযান। বেআইনি ভাবে পাথর কেটে নামানো বন্ধের জন্য যা যা করণীয় ছিল সেই সব পন্থা অবলম্বন করা শুরু হয়। বর্তমানে পাথর নামানো প্রায় বন্ধ।

অত্যন্ত প্রাচীন ভূখণ্ড শুশুনিয়াতে গবেষণা করতে আসেন গবেষকরা। তার সঙ্গে এলাকার সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দীর্ঘ দিন ধরে পাহাড়ের একটি ন্যাড়া

অংশে পাথর কাটা হলে বিকৃত হতে পারত পাহাড়ের গঠন। তাছাড়া পাহাড়ের এক অংশে রয়েছে রাজা চন্দ্রবর্মার বহু প্রাচীন শিলালিপি অর্থাৎ পাহাড়ের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে রক্ষা করতেই একপ্রকার তৎপর হয়ে পাহাড়ে আগুন জ্বালানো, পাথর কাটার বিরুদ্ধে কাজ করছে বন দপ্তর। সঙ্গে শুশুনিয়া পাহাড়ের বন্ধ্যা জমিতে ফেলা হচ্ছে বীজতলা, যাতে পাথরেও ফুল ফোটে।

সাম্প্রতিক ভারতীয় ডাক টিকিটে জায়গা করে নিয়েছে শুশুনিয়ার পাথর খোদাই শিল্প কিন্তু সেই শিল্প আজ প্রায় বন্ধের মুখে। বাইরে থেকে পাথর কিনে শিল্পীদের পক্ষে শিল্প বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বন দপ্তরের তৎপরতায় এবং সরকারের সহায়তায় শুশুনিয়া পাহাড়ের রোগ উপশম হলেও হারিয়ে গিয়েছে ঐতিহ্যবাহী পাথর শিল্প, শিল্পীরা বেছে নিয়েছেন অন্য ব্যবসা। কী ভাবে পাহাড়ের ক্ষতি না করে বজায় রাখা যায় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প তা নিয়ে থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।

SBI শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা: ১২তম তলা, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, শাখার ই-মেল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি: c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলি আইনের ই-নিলাম (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ: ২৬.০৯.২০২৩ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: '' আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ''

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬.০৯.২০২৩** তারিখে, **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগারো কোটি ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা মাত্র** তদুপরি ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্ত সুদ ও খরচ, ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **পান্নালাল তারকশ' ইস্পাত প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) এবং সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, অনীশ কুমার জয়সওয়াল, রমেশ কুমার জয়সওয়াল, কালাবতী দেবী শ', লালমনি দেবী শ', তারক শ' এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল, জামিনদার(গণ)**-এর বকেয়া আছে।

সম্পত্তি নং ১: রিজার্ভ মূল্য হবে **৯০,০০,০০০.০০ টাকা**, বায়না টাকা জমা হবে **৯,০০,০০০.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **৫০,০০০.০০ টাকা**

সম্পত্তি নং ২: রিজার্ভ মূল্য হবে **৯৩,০০,০০০.০০ টাকা**, বায়না টাকা জমা হবে **৯,৩০,০০০.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১: ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি -এর সকল মোট পরিমাপ কমবেশি ২২৪৪.৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা , যথাক্রমে বিল্ডিং-এর ৫ম তলার পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬, থানা- মানিকতলা, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত পরিবর্তনশীল শেয়ার বা আগ্রহ এবং সাধারণ এলাকার স্পেস ব্যবহারের সুবিধা। এআরএ ১, কলকাতা থেকে ২০০৬ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স, দলিল নং আই-৩৭৬০। শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কালাবতী দেবী (পান্নালাল তারকশ' ইস্পাত প্রাঃ লিঃ এর জামিনদারগণ) -এর যৌথ মালিকানাধীন ।
নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- কর্পোরেশন কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ.পি.সি. রোড, পূর্বে- পণ্ণা বাকুলীর অধীন প্রেমিসেস, পশ্চিমে- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড দ্বারা।
সম্পত্তি নং ২: ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি এর সকল মোট পরিমাপ কমবেশি ২৩১৩.১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা, যথাক্রমে বিল্ডিং -এর ৫ম তলার দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬, থানা- মানিকতলা, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত পরিবর্তনশীল শেয়ার বা আগ্রহ এবং সাধারণ এলাকার স্পেস ব্যবহারের সুবিধা। এআরএ ১, কলকাতা থেকে ২০০৬ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স, দলিল নং আই-৩৭৫৯। শ্রীমতি লালমনি দেবী শ', স্বামী- তারক শ, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা- শ্রী তারক শ' এবং শ্রী অনীশ জয়সওয়াল, পিতা- শ্রী তারক শ' -এর মালিকানাধীন ।
নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- কর্পোরেশন কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ.পি.সি. রোড, পূর্ব দিকে- পণ্ণা বাকুলীর অধীন প্রেমিসেস, পশ্চিমে- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ: ২০.০৯.২০২৩ | **বাস্তবিক দখল** | **এসএআরবি ফাইল নং ১৯৪৮৪/এইচকেটি, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল দেখুন : https://ibapi.in

তারিখ: ১১.০৯.২০২৩ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN : L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস : মৌজা-চামরাইল, এনএইচ-৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ইমেল : info@aanchalispat.com, ফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের সদস্যগণের **২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ১ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম''),** মাধ্যমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত এবং সংশ্লিষ্ট এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ প্রচার করা হচ্ছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) প্রযোজ্য সংস্থান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার অনুযায়ী।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের সংস্থান অধীনে কোম্পানি ২৮তম এজিএম নোটিশ এবং ২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিকপ্রতিবেদনের বৈদ্যুতিন কপি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে পাঠাবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত রয়েছে । সদস্যগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.aanchalispat.com এবং স্টকএক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে www.bseindia.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট : **www.evoting.nsdl.com** থেকেও ।যাহোক সংশ্লিষ্ট যে সকল সদস্য নথিতথ্যের আকারে বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ করবেন তাদের তা পাঠানো হবে।

কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে (রিমোট ই-ভোটিং) সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে ২৮তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্পাদনে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ভোটদানের জন্য। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি এজিএম চলাকালীন (ই-ভোটিং) ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে। এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং অধিকার প্রদানের উপযুক্ততার যাচাই এর শেষ তারিখ বা কাট অফ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০ টায় এবং সমাপ্ত হবে বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকেল ৫ টায়। সংশ্লিষ্ট সময়ের পরে এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করা হবে।

এজিএমে যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশে দেওয়া হবে।

কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) শেয়ারহোল্ডাদের জন্য এবং শেয়ারহোল্ডাদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার মডিউল ডাউনলোড সেকশন : **www.evoting.nsdl.com** উপলব্ধ বা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ ফোন করে বা অনুরোধ পাঠিয়ে শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার: **www.evoting.nsdl.com** জানতে পারেন।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : হাওড়া **মুকেশ গোয়েল**
তারিখ : ০৯.০৯.২০২৩ **(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)**

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত রায়গঞ্জ, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ফের তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় ফের উত্তপ্ত রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকা। এবারে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ পার্শ্ববর্তী এলাকার তৃণমূলেরই কিছু যুবকদের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনায় আহত তৃণমূলের জেলা মহিলা সভানেত্রী তথা ওই ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর চৈতালি ঘোষ সাহা। তাকে রায়গঞ্জ গভমেন্টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগের তীর পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী প্রসেনজিৎ সাহা, ছোটন সাহা সহ বেশ কিছু যুবকদের বিরুদ্ধে। তারা রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর অনুগামী বলেই পরিচিত এলাকায়। গোটা ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন তৃণমূলের জেলা মহিলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা জানিয়েছেন, 'আমি এদিন দুপুরে বাড়িতে থাকাকালীন পরিকল্পনামাফিক ইচ্ছাকৃতভাবে আমার বাড়ির সামনে এসে গন্ডগোল বাধায় কিছু যুবক। তা থামাতে গেলে আমার ওপরেই চড়াও হয় তারা। মারধরের পাশাপাশি আমার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

তিনি আরও বলেন, যারা তার ওপরে হামলা চালিয়েছে তারা সদ্য তৃণমূলে যোগদান করেছে। তারা রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর অনুগামী। তারা কেন তার ওপরে এমন আক্রমণ করল তা জানেন না চৈতালি দেবী। যদিও পুরো ঘটনা জানিয়ে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী প্রসেনজিৎ সাহা তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাল্টা চৈতালি ঘোষ সাহা সহ তার অনুগামীরা তার ওপরে চড়াও হয় বলে অভিযোগ প্রসেনজিৎ বাবুর। তিনি বলেন, 'তিনি একজন তৃণমূল কর্মী। স্থানীয় একটি মনসা পুজোতে নেওয়া তার পদক্ষেপকে পছন্দ করছেন না চৈতালি দেবী ও তার অনুগামীরা। এবং ওই ওয়ার্ডে বাড়ি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া এবং বিভিন্ন জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি করেছেন চৈতালি দেবী।' ওই এলাকার মানুষ চৈতালি দেবীকে পছন্দ করে না বলেও দাবি প্রসেনজিৎ বাবুর। তিনি ওই এলাকার সাধারণ মানুষের কাজ করছেন, এবং তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা নেত্রীর তার কাজে সন্তুষ্ট বলে চৈতালি দেবী ইচ্ছা করে তাকে বদনাম করার চেষ্টা চালিয়েছেন এবং তাকে ও তার অনুগামীদের মারধর করেছে বলেই দাবি প্রসেনজিৎ বাবুর।

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা বর্তমান বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সদস্য অরিন্দম সরকার জানিয়েছেন, 'বিধায়ক প্রত্যেক ওয়ার্ডে নিজের লবি তৈরি করে কর্তৃত্ব কায়েম করতেই এই ধরনের গন্ডগোল পাকাচ্ছেন। গোটা ঘটনা দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জানানো হয়েছে।'

এ বিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল টেলিফোনে জানিয়েছেন, 'গোটা ঘটনার খবর শুনেছি। দোষীরা যেই হোক না কেন পুলিশকে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের কথা বলেছি।' যদিও গোটা ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে এল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: রানিনগরের ঘটনায় আজও উত্তপ্ত এলাকা। ঘড়ছাড়া বাম কংগ্রেসের বহু নেতা কর্মী। এর মধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠনের দিন ধার্য রয়েছে। তার আগে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রবিবার লোকসভার সাংসদ এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের প্যাডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি পাঠালেন তিনি। কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের আগে তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের অনুরোধের পাশাপাশি অধীর চৌধুরী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, শাসক দল এবং পুলিশের নোংরা ষড়যন্ত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাম কংগ্রেসে নির্বাচিত সদস্যরা।

দু'দিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে রানিনগর। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই তালিকায় রয়েছেন রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলি। ৩৬ জনকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। কুদ্দুস আলি সহ চারজনের দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশের পাশাপাশি বাকিদের চোদ্দ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সিসিটিভির ফুটেজ দেখে রবিবার আরও ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের আতঙ্কে ঘড়ছাড়া বাম কংগ্রেসের বহু নেতা কর্মী। আজ পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠন। ভোটাভুটিতে থাকতে পারছেন না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য। ফলে রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি হাতছাড়া হতে বসেছে বাম কংগ্রেস জোটের হাত থেকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনি চিঠিতে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রানিনগর-২ ব্লকে কাতলামারিতে অধীর চৌধুরীর জনসভা ছিল। সভা শেষে উত্তেজিত কংগ্রেস সমর্থকরা রানিনগর থানায় ঢুকে অবাধে ভাঙচুর চালায়। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অধীরের অবশ্য দাবি, যে ঘটনা ঘটেছে তা অনভিপ্রেত। তবে পুলিশ ও শাসক দলের প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটেছে।

স্কুলে পড়ুয়াদের দেওয়াল চাপা পড়ার আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের

প্রশাসনকে জানিয়ে সুরাহা না মেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: ছাদ থেকে পড়ছে জল, ছাদের কংক্রিট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কোনও ক্রমে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাসরুমের দেওয়াল। এইভাবে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা করছে বলে দাবি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি হুগলির গোঘাট-১ ব্লকের গোপালবাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

গোঘাটের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বারবার বিদ্যালয়ের বেহাল দশার কথা লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানালেও কোন ও কাজের কাজ হয়নি। এর ফলে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয় ভবনটির এমনই অবস্থা যে কোনও সময়ই ছাত্রছাত্রীরা দেওয়াল চাপা পড়তে পারে বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের। তাদের দাবি, বেশ কয়েক বছর ধরে আতঙ্কের মধ্যে ক্লাস করতে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাঁদের আশঙ্কা, যে কোন ও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বিদ্যালয়ের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্কুল কর্তৃপক্ষ সকলেই দ্রুত বিদ্যালয়টি সারানোর দাবি তুলেছেন।

বর্তমানে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। তাঁদের প্রশ্ন, এইভাবেই কী ধীরে ধীরে সরকারি বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাবে? নাকি দুর্ঘটনা ঘটলে তবেই প্রশাসনের টনক নড়বে? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর অজানা আমজনতার।

খানাকুলে 'থানা চলো' কর্মসূচিতে পুলিশদের পাশে থাকার আহ্বান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলন এবার কলকাতা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে প্রত্যন্ত থানা এরিয়াতেও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করল। হুগলি জেলার খানাকুল থানা অভিযান করতে দেখা গেল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের। রবিবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের থানা চলো কর্মসূচি হল খানাকুল থানায়। এদিন তারা অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত পুলিশকর্মী ও অনিয়মিত পুলিশকর্মীদের কাছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আবেদন তুলে ধরেন। পুলিশ প্রশাসন রাজ্য সরকারের কর্মচারী হওয়ায় তাদের মূল দাবি ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা তাদের পাশে থাকার অনুরোধ জানান। কারণ, ডিএ বৃদ্ধি হলে পুলিশ কর্মচারীদেরও স্বাভাবিক ভাবে ডিএ বৃদ্ধি হবে। উল্লেখ্য, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ গত ২৭ জানুয়ারি ২০২০ থেকে কলকাতা শহিদ মিনার ময়দানে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিগত আট মাস ধরে চলছে। এই আন্দোলনে তাদের দাবিগুলি হল, এআইসিপিআই অনুযায়ী বকেয়া সমস্ত মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করতে হবে রাজ্য সরকারকে, স্বচ্ছভাবে সরকারি দপ্তর, আধাসরকারি দপ্তর এবং বিদ্যালয়ে শূন্য পদে নিয়োগ, সরকারি ক্ষেত্রে যোগ্য অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ করা। কিন্তু তা না হওয়ায় রাজ্য জুড়ে আন্দোলন শুরু করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এই মঞ্চের অভিযোগ, অর্থ কমিশন মারফত এই রাজ্য সরকার সরকারি কর্মীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতার সমস্ত টাকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধাসরকারি কর্মীদের জন্য গ্রান্ট-ইন-অ্যাড বাবদ ৬০ শতাংশ টাকা পেয়ে গেছে। গত ২১ এপ্রিল ২০২৩, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ কর্মচারীদের হকের টাকা তাদের না দিয়ে সরকার দুর্গা পুজোয় অনুদান দিচ্ছে, ইমাম-মোয়াজ্জেম-পুরোহিত ভাতা বাড়িয়ে ১০০০ থেকে কোটি টাকা খরচ করছে, মন্ত্রী ও বিধায়কদের মাসিক ভাতা ৪০ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে, এমনকী দিল্লির বঙ্গভবনের স্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করছে এই রাজ্য সরকার। তাছাড়া তাদের আরও দাবি রাজ্যে কয়েক হাজার পুলিশকর্মীর শূন্যপদ তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোনও নিয়োগ হয়নি। যার ফলে ভেঙে পড়েছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। থানায় থানায় স্থায়ী পদে নিয়োগ না করে সমস্ত কাজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকার বিনিময়ে। যেখানে ওই কাজের ন্যূনতম বেতন ২৪০০০ টাকা। রাজ্য সরকারের পুলিশদের শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কর্তব্য পালন করতে হয়। অথচ নিয়মের বেড়াজালে বন্দি রেখে আওয়াজ তোলার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে পুলিশদের। তাই এই অবস্থায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা এদিন আবেদন জানান, নিজেদের জীবন জীবিকার স্বার্থে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলুন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সর্বতভাবে সমর্থন করুন। এই বিষয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম সদস্য নিরাপদ সামন্ত বলেন, থানা চলো কর্মসূচি করা হয়েছে। আমাদের দাবিপত্র পুলিশের হাতে তুলে ধরেছি। উনারা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।

ভারত ভালো-না লাগলে দেশ থেকে চলে যান: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ইন্ডিয়া' পাল্টে দেশের নাম ভারত হবে, কোনো বাপের বেটা আটকাতে পারবে না। যার পছন্দ হবে না সে দেশ ছেড়ে চলে যাক। রবিবার খ ড়গপুরে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ইন্ডিয়ায় নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। দেশের নাম পরিবর্তন করার বিষয়ে তামিলনাড়ুতে বিরোধিতা করা হচ্ছে কেন, প্রশ্ন তুলে মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ বলেন, যদি নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করতেই হয় তাহলে মাদ্রাস নাম পাল্টে চেন্নাই করা হয়েছিল কেন? দিলীপ ঘোষ বলেন যে, ব্রিটিশ-মুঘলরা ভারতে প্রবেশ করে কয়েক শতক ধরে এদেশের মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তাদের দেওয়া কোনো নাম আর রাখা হবে না। এবার ইন্ডিয়ার পরিবর্তে দেশের নাম হবে ভারত। বিশ্ববরেণ্য কবিরা তো লিখে গেছেন, ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তাই ভারত নামটি ভালো না লাগলে অন্য দেশে চলে যেতে পারেন।

উত্তরায়ণের পরিচালনায় উত্তরপাড়ায় নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: একাদশ উত্তরপাড়া উত্তরায়ণ নাট্যোৎসবের শুভ উদ্বোধন হল গত ২ সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়া গণভবনে। উদ্বোধন করেন পুরপ্রধান দিলীপ যাদব। সঙ্গে উত্তরায়ণের পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। প্রণম্য পূর্বসূরি বিজন ভট্টাচার্যের স্মরণে এবার স্মারক নাট্যদলের হাতে তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই বারের উৎসবে মোট ২৩ টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করছে। পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যদল এই উৎসবে সামিল হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁচরাপাড়া ফিনিক, মুর্শিদাবাদের নবীন নাট্য সংস্থা,আসানসোল কথাভাষ্য, তমলুক ড্রামাটিক ক্লাব, বর্ধমান গ্রাফ, ডুমুরদহ অনামী নাট্যম, কলকাতা প্রেক্ষাপট ও বার্নপুর দিশারী। উত্তরায়ণের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নাট্যপ্রেমী মানুষের সহযোগিতায় এই নাট্যোৎসব সফল করবেন নাট্যপ্রেমী মানুষেরাই।

এই নাট্য উৎসব প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'নাট্যপ্রেমী মানুষেরা এই নাট্য উৎসব দেখে খুব আনন্দ পাবে, উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে আগামী দিনে এখানে একটি নাট্য উৎসব করার চেষ্টা করা হবে এবং এই নাট্য উৎসবে উত্তরপাড়ার দলগুলি অংশগ্রহণ করবে, সাধারণ মানুষের সহযোগিতা আশা করছি।' উত্তরায়ণের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত বলেন, 'এই নাট্য উৎসবকে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সালানপুর ব্লকে দু'টি রাস্তার শিল্যানাস বারাবনি বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সালানপুর: রবিবার দিন সালানপুর ব্লকের মধ্যে রূপনারায়ণপুর রেলওয়ে সাইডিং থেকে বৃন্দাবনি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার ফান্ড থেকে প্রায় ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন কাজের শিল্যানাস করলেন বারাবনি বিধায়ক তথা আসানসোল পুর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। এদিন তিনি ফিতে কেঁটে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার শিল্যানাস করেন। তাছাড়া একই দিনে কল্যা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঢেড়সপুর গ্রামে ৪০০ মিটার ঢালাই রাস্তাটি জেলা পরিষদের ফান্ড থেকে ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ব্যয় করে শিল্যানাস করেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, 'এলাকার মানুষের বহু দিনের ইচ্ছে ছিল রাস্তা দু'টির, তা আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় পূরণ হল। আমার বিধানসভা রূপনারায়ণপুর হচ্ছে শহর, তাই তাকে সুন্দর ভাবে সাজানো আমাদের দায়িত্ব।' এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাশপতি মণ্ডল, সহ সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, জেলা পরিষদ সদস্য মহম্মদ আরমান, সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভোলা সিং, জেলা পরিষদ সদস্যা বেবি মণ্ডল, রূপনারায়ণপুর পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা দাস, উপপ্রধান সন্তোষ চৌধুরী, কল্যা পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীকান্ত পাত্র সহ আরও অনেকে।

লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্টদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারে মোনালিসা হোটেলে সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন পানাগড় বাজারের ব্রাঞ্চের সমস্ত এজেন্টদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে কী ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলবেন সেই সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হয়। এজেন্টদের অভিযোগ, তাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়েই চলেছে।

এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা কিছুই তাঁরা পান না। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ছাড়াও বর্তমানে ২৬টি বেসরকারি সংস্থা বিমা প্রদান করছে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংস্থায় আমানতকারীদের জমানো অর্থ ডুবে গিয়েছে। এই বিষয়ে তাঁরা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষদের সচেতন

করে চলেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ বেসরকারি সংস্থায় টাকা না রাখেন।

কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থায় আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকার যে সমস্ত সিকিউরিটি দেওয়া হয়, তা বহু বেসরকারি সংস্থা দিতে পারে না। যার কারণেই সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়। তাই এই বিষয়ে তাঁরা গ্রাহকদের বাড়ি গেলে সর্বদা সচেতন করেন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠের তরফে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের উৎসাহ বাড়াতে নানান বিষয়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল সহ বিশিষ্টজনরা।

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল মঠে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ দিতে নানান বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মঠের ভক্তরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই রাধাকৃষ্ণের পুজোর পাশাপাশি নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ মঠে পুজো দেখতে ভিড় জমান। তাঁদের জন্য খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিন মঠ প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে আমলাজোড়া গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রবিবার বিকেলে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম রণধারা (৬০)। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ শ্যামপুরে দেওড়া মোড়ে দেওড়া বার গ্রাম রোডে একটি ধান বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া স্থানীয় বাসিন্দা রণধারাবাবুকে সরাসরি ধাক্কা মারে। তাঁর মাথা কার্যত থেঁতলে যায়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ, তবে চালক পলাতক।

রেল এবং পিডব্লিউডির সমন্বয়ের অভাবে বেহাল রাস্তা সংস্কার না হওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে, প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। কিন্তু তারপরও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর এখানেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ছবি ইন্দাস রেল স্টেশনে ঢোকার ঠিক আগে। যেখানে বেশ কিছুটা অংশ রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে এমনকি দিনের বেলাতেও প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। রেল এবং পিডব্লিউডির সমন্বয়ের অভাবে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। রবিবার ওই রাস্তায় যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি লরি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান লরি ও লরির চালক। রাস্তার ধারে বিপদজনকভাবে আটকে পড়ে লরিটি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার এ বিষয়ে সমস্যা সমাধানের কথা জানানো হয়েছে প্রশাসনকে কিন্তু তারপরও সমস্যা সমাধানের কোনও রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত দাবি করেন, 'রেলগেটের দু'দিকেই ৫০ মিটার রেলের অন্তর্গত রয়েছে। আমরা এই রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে একবার উদ্যোগী হয়েছিলাম, কিন্তু রেল রাস্তা সংস্কার করতে দেয়নি। যার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

আদালতের রায়কে বিকৃত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার দোকান মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: দোকানের মালিকানা কাউন্সিলরের হাত থেকে ফিরে পেতে আদালতের রায়কে বিকৃত করার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোন্নগরে। ধৃতের নাম গোবিন্দ চৌধুরী। শনিবার তাঁকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রৌঢ়কে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে হুগলির কোন্নগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী ভাড়া নেওয়া দোকান ঘর চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও বেআইনি ভাবে আটকে রাখার অভিযোগ গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ৫ সেপ্টেম্বর এই পরিস্থিতিতে হঠাৎই দোকানের বাইরে ম্যাজিস্ট্রেটের নোটিস দোকানের বাইরে লাগান গোবিন্দবাবু। অভিযোগ, দোকানের ভিতরে থাকা সমস্ত মালপত্র বাইরে বের করে দেন তিনি। এরপরই লিখিতভাবে গোবিন্দবাবুর নামে অভিযোগ দায়ের করেন কাউন্সিলর। শুভাশিস চৌধুরীর অভিযোগ, যে ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডারকে হাতিয়ার করে দোকান মালিক বলপূর্বক দোকান খালি করেছিলেন সেই অর্ডারটির বেআইনি। আদালতের রায়ের কপিকে হেরফের করা হয়েছে। দোকান ঘর খালি করে চাবি মাস কয়েক আগেই তিনি হস্তান্তর করেছিলেন দোকান মালিককে। তারপরেও দোকান মালিক গোবিন্দ চৌধুরী জনসমক্ষে তাঁর সম্মানহানি করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর আদালতের রায় ছিল স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। এছাড়াও ১৪৪ ধারা জারি করা ছিল। সেই রায়কে গোবিন্দ চৌধুরী বিকৃত করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিষ্ণুপুর শহরের রাস্তা ও গলির নামকরণের উদ্যোগ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাঢ়*অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর। এই শহরটি মূলত পোড়ামাটির মন্দিরের জন্য বিখ্যাত হলেও, এখানে ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত অনেকগুলি মন্দিরও রয়েছে। এছাড়া বিষ্ণুপুরে রয়েছে অন্য কয়েকটি প্রাচীন ধর্মীয় ও অন্যান্য স্থাপনা। বিষ্ণুপুর ছিল মল্ল রাজাদের রাজধানী। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভবত আর কোনও শহরে একসঙ্গে এতগুলি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান নেই।

বিষ্ণুপুর পুরসভার এই ১৯টি ওয়ার্ড জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মল্ল রাজাদের সেই প্রাচীন টেরাকোটার মন্দির। আর এই টেরাকোটার মন্দির দেখতে এবং মল্ল রাজাদের ইতিহাস অনুধাবন করতে বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক এসে ভিড় জমান বিষ্ণুপুরে। এই পর্যটকদের কথা ভেবে এবং বিষ্ণুপুরের স্থানীয় বাসিন্দা ও বিষ্ণুপুরে আসা প্রতিটি মানুষের জন্য এবার বিষ্ণুপুর পুরসভা এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল।

বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডে থাকা এক হাজারেরও বেশি গলি পথের নামকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। এমনকি মূল যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেগুলিরও নামকরণ করা হবে। মূল রাস্তাগুলির নাম হবে সেই ওয়ার্ডের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে। পুরসভার দাবি, বিষ্ণুপুরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কৃতিত্ব ভুলে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। তাঁদের নামে রাস্তা নামাঙ্কিত হলে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাঁদের ইতিহাস মনে রাখবে। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তা নামকরণের কাজ শুরু করেছে বিষ্ণুপুর পুরসভা। এই কাজ চলবে আগামী এক বছর ধরে।

বিষ্ণুপুর পুরসভার মত, প্রতিটি রাস্তা এবং গলির নামকরণ করা হলে একদিকে যেমন সুবিধা হবে পর্যটকদের, অতি সহজেই তাঁরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন এবং প্রতিটি মন্দির দর্শন করতে পারবেন। অন্যদিকে যাঁরা বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা, তাঁরাও তাঁদের বাইরের কোনও অতিথি এলে অতি সহজেই নিজেদের ঠিকানা বোঝাতে পারবেন। পুরসভার এই উদ্যোগে খুশি বিষ্ণুপুরের সকল মানুষ, খুশি পর্যটকরাও।

জি-২০ সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে অমিতাভ কান্ত! ২০০ ঘণ্টায় ৩০০ মিটিং

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: ২০০ ঘণ্টার টানা আলোচনা। ৩০০টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং ১৫টি খসড়া। জি-২০ বৈঠকে ভারতের সভাপতিত্বে চূড়ান্ত হওয়া ঘোষণাপত্রের নেপথ্যে যার অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, তিনি হলেন অমিতাভ কান্ত।

জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত দেশ নয়াদিল্লির ঘোষণাপত্রে সর্বসম্মত হয়েছে। শনিবারই এই ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি২০ সম্মেলনে নয়াদিল্লির ঘোষণায় সমস্ত দেশের সম্মতি ভারতের কাছে বড় কূটনৈতিক জয় বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

জি-২০ সম্মেলনে দিল্লি ডিকলেয়ারেশনের পিছনে তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করেছে বহু অংশে। আর সেই অভিজ্ঞতাই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেছেন অমিতাভ কান্ত। নয়াদিল্লির ঘোষণায় সর্বসম্মতিতে পৌঁছনোর পিছনে অমিতাভের ভূমিকা প্রশংসিত হচ্ছে সব মহলে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অমিতাভের একটানা আলোচনা এবং নিরলস পরিশ্রমের জেরেই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে জি২০ সম্মেলনে। নয়াদিল্লির ঘোষণাপত্র যাতে সকলে গ্রহণ করে তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন অমিতাভ কান্ত। অমিতাভের সঙ্গেই এই কাজ করেছেন তাঁর আরও দুই সঙ্গী। রবিবারের টুইটে সেই দুই সঙ্গীর সঙ্গে নিজের ছবি এক্স (অতীতের টুইটার) হ্যান্ডল থেকে শেয়ার করেছেন অমিতাভ। সেখানেই তিনি তাঁদের প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন নিয়ে প্রস্তাবে সর্বসম্মতিতে পৌঁছনো সবথেকে কঠিন কাজ ছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি। অমিতাভের এই নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ে তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন শাসক থেকে বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখে শনিবারই শেরপা অমিতাভ কান্তের প্রশংসা শোনা গিয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরও প্রশংসা করেছেন কান্তকে।

এই সাফল্যের পর কান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'যখন আমি জি২০ প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত হই, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, ভারতের প্রেসিডেন্সি যেন সিদ্ধান্তমূলক, বলিষ্ঠ, পদক্ষেপ নির্ভর হয়। নয়াদিল্লির ঘোষণাপত্রে ৮৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত দেশ এই ৮৩টি অনুচ্ছেদেই সর্বসম্মত হয়েছে। ভূরাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 'প্ল্যানেট, পিপল পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি' যে ৮টি অনুচ্ছেদ ছিল, তা ১০০ শতাংশ সর্বসম্মত।'

'জি-২০'-র ডিনারে বাজরার আধিক্য! খাবার তালিকায় কুমড়ো থেকে মাশরুম

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: জি-২০ গালা ডিনারের মেন্যুতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের খাবারের ঝলক পাওয়া গিয়েছে। এই ডিনারের মেন্যু তে লাইমলাইট কেড়েছে বাজরা বা মিলেট।

শনিবার জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের নৈশভোজেও ভারতে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ককেও আপ্যায়ন করা হল বাজরা দিয়ে তৈরি পদেই। ভারতে অপ্রতুল এই বাজরা দিয়ে তৈরি মোটা রুটি খেয়েই ক্ষেতে লাঙল ঠেলতে নামেন পঞ্জাবের কৃষকেরা। সেই বাজরা এখন রাজ বাড়ির টেবলেও। জি২০ সম্মেলন বসেছে রাজধানীর প্রগতি ময়দানে তৈরি ভারত মণ্ডপমে। সেখানেই শনিবার আয়োজন করা হয় নৈশভোজের। তালিকার শুরুতেই লেখা ছিল, বৈচিত্র সত্ত্বেও কী ভাবে 'স্বাদ'-এর মাধ্যমে জুড়েছে ভারত। নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

২০২৩ সাল 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জি২০ সম্মেলনে মিলেটকে সকলের সামনে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী তার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা চলছে। নৈশভোজের আসরে বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরাও।

নৈশভোজের মেন্যু ছিল বেশ দীর্ঘ। ভারতের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও শরৎ ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে এই মেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছিল। স্টার্টার থেকে শুরু করে মেইন কোর্স, পানীয়, মিষ্টির সঙ্গে সুগন্ধি পানেরও বন্দোবস্ত করা হয় জি-২০ গালা ডিনারে। সূত্র বলছে, রাতের সব খাবার পরিবেশন করা হয়েছে স্টিল বা কাঁসা বা দুই ধাতুর মেশানো পাত্রে। অন্য একটি সূত্র আবার বলছে, রুপোর থালায় পরিবেশন করা হয়েছে সব খাবার।

শুরুতে ছিল 'পত্রম'। ফক্সটেল মিলেট (হিন্দিতে বলে কাকুম)-এর পাতা মুড়মুড়ে করে ভেজে দই আর চাটনি দিয়ে পরিবেশন করা হয় এই পদ।

মেইন কোর্স- কাঁঠালের সঙ্গে মাশরুমের এক বিশেষ খাবার। তার সঙ্গে ছিল কারি পাতা দিয়ে তৈরি বাজরার বিশেষ খাস্তা। কেরালার লাল চালের সঙ্গে এটি পরিবেশন করা হয়। এই বিশেষ খাবারের নাম ভানাবর্নম। এই ভানাবর্নমের সঙ্গে ছিল ভারতীয় পাউরুটি। যা মুম্বইয়ে পাওভাজি হিসাবেই পরিচিত। পিঁয়াজ এবং বাদাম দিয়ে তৈরি পাউরুটির এই বিশেষ চেখে দেখেন বিশ্বনেতারা। এছাড়া ছিল বাকরখানি। এটি মূলত এলাচের গন্ধযুক্ত এক ধরনের মিষ্টি রুটি।

শেষ পাতে ছিল 'মধুরিমা'। এটি এলাচ দেওয়া বাজরার পুডিং, চিনির রসে ডোবানো ফিগ এবং পিচ ফলের কম্পোট, চালের পাঁপড়। খাবারের সঙ্গে পানীয় হিসাবে ছিল কাশ্মীরি কাওয়া, ফিল্টার কফি, দার্জিলিং চা। সব শেষে চকোলেট স্বাদের পান।

ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ফার্স্ট লেডি!

'কাপল'-ছবিতে মজেছে নেট দুনিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আবার ভারতের জামাইও বটে! তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি হলেন ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি ও সুধা মূর্তির কন্যা।

দম্পতির জীবনের টুকরো টুকরো ছবি এখন ভাইরাল। স্ত্রী কখনও ঠিক করে দিচ্ছেন স্বামীর টাই, কখনও আবার একসঙ্গে আরতি করছেন। জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে ধরা পড়ল ঋষি সুনক ও অক্ষতা মূর্তির 'পিকচার পারফেক্ট' মুহূর্ত। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় 'কাপল গোলস' তৈরি করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী।

জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আলিঙ্গন করা থেকে শুরু করে আলাপচারিতা-বৈঠকে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। তবে সকলের নজর কেড়েছে সেই ছবি নয়, বরং স্বামী-স্ত্রীর কিছু ভালবাসাময় মুহূর্ত।ভারতে এসে পৌঁছনোর মুহূর্তেই প্রথমবার 'কাপল গোল' তৈরি করে দিয়েছেন সুনক দম্পতি। অক্ষতা মূর্তিকে দেখা যায়, স্বামী ঋষি সুনকের টাই ঠিক করে দিতে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজেই ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেন এই ছবি।বিমানে সুনকের টাই ঠিক করে দিচ্ছেন অক্ষতা মূর্তি।

দিল্লিতে পা দেওয়ার পরই নিজেকে ভারতের জামাই বলে পরিচিতি দিয়েছিলেন ঋষি সুনক। এরপরে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলে। সেখানে খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে গল্প করতে দেখা যায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে। নিজেদের প্রাণখোলা হাসির ছবি পোস্ট করেন সুনক।হাসিমুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী।

জি-২০ সম্মেলনের পরই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন ঋষি সুনক ও তাঁর স্ত্রীকে। সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় পোশাকে দেখা যায় অক্ষতা মূর্তিকে। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন ঋষি সুনক।

এ দিন জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই, সাতসকালে স্ত্রী অক্ষতাকে নিয়ে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে পৌঁছে যান ঋষি সুনক। সেখানে একসঙ্গে তাঁদের আরতি করতে দেখা যায়। মন্দির থেকে বের হতেই বৃষ্টি শুরু হয়। লাল ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর ক্যানডিড ছবি সকলের মন কেড়েছে।

'ইন্ডিয়া' থেকে শুধু ভারত! নাম বদল নিয়ে মোদিকে তোপ রাহুলের

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর: ভারতে যখন জি-২০ সম্মেলনে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তখনই বিদেশ সফরে প্রতিপক্ষ রাহুল গান্ধী । ইতিমধ্যে হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে প্যারিসে বসে শাসক শিবিরকে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা। এবার দেশের নাম বদল নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করলেন।

রবিবার রাহুল বলেন, 'ভারতের আত্মাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এর মূল্য চোকাতে হবে ওদের।দরবিবার প্যারিসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাহুল।' সেখানে বলেন, 'যাঁরা দেশের নাম বদলাতে চাইছেন, তাঁরা আসলে ইতিহাসকে অস্বীকার করছেন। অসংখ্য মানুষের মূল্যবান অবদানের কথা তুলে ধরতে হবে আমাদের। কেউ যদি দেশের আত্মাকে আক্রমণ করে, তবে যেন উপযুক্ত মূল্য চোকাতে হয় তাঁদের।' পাশাপাশি নাম বিতর্কে রাহুলের বক্তব্য, 'সংবিধান অনুযায়ী ভারত এবং ইন্ডিয়া দু'টিই সঠিক। সম্ভবত আমরা জোটের নাম ইন্ডিয়া রেখে কেন্দ্রকে অস্বস্তিতে ফেলেছি। সেই কারণেই দেশের নাম বদলাতে চাইছে ওরা।' এদিন বিজেপির উগ্র হিন্দত্ব নিয়েও তোপ দাগেন কংগ্রেস নেতা। প্যারিসে বসে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা বলেন, দবিজেপির সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্যই সবকিছু করে। ওরা চায় জাতপাতের ভিত্তিতে সামান্য কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাক। রাহুলের অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্য দুর্বলদের উপর সবরকম অত্যাচার করতে পারে।

পরবর্তী জি-২০ সম্মেলন হবে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে। নরেন্দ্র মোদি আগামী সম্মেলনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের হাতে।

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়াল, হাহাকার চারদিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১০ সেপ্টেম্বর: রাবাত মরক্কোয় ভয়াবহ ভূমিকম্পে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শনিবার রাতেই যেখানে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ছিল, তা রাতারাতি ২ হাজারের গণ্ডি পার করল। আহত আরও কয়েক হাজার মানুষ। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা দেশ। ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া বাড়ি-ঘরের অংশ সরিয়েই প্রিয়জনের খোঁজ করছেন বাসিন্দারা। মরক্কোর এই ভয়াবহ ভূমিকম্প ও বিপুল প্রাণহানির ঘটনায় একাধিক দেশের তরফে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক দেশ সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুক্রবার রাত ১১টা বেজে ১১ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মধ্য মরক্কো। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৮। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মারাকেশ থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২০৫৯ জন। বিগত ছয় দশকে এটিই সবথেকে ভয়াবহ ভূমিকম্প বলে মনে করা হচ্ছে।মরক্কোর ভয়ঙ্কর অবস্থা

দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিবেশী দেশ আলজিরিয়া। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ চললেও, কঠিন সময়ে মরক্কোকে সর্বসম্মতভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আলজিরিয়া। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ত্রাণ বোঝাই বিমান অবতরণের জন্য নিজেদের এয়ারস্পেস খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে আলজিরিয়া। ১৯৯৪ সাল থেকে দুই দেশের সীমান্ত এবং ২০২১ সাল থেকে এয়ারস্পেস বন্ধ থাকলেও, শনিবার আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেলমাদজিদ তেববোনে একটি বিবৃতি দিতে জানান, মরক্কোর পাশে রয়েছে আলজিরিয়া। মরক্কো প্রশাসন চাইলেই সবরকমভাবে সাহায্য করা হবে।অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ভূমিকম্পের খবর পেয়েই সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং মরক্কোকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও মরক্কোয় বিপুল প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। তুরস্ক, কাতার, জার্মানি, ফ্রান্স, ইজরায়েল, দুবাই ও জর্ডানের তরফে ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। রেড ক্রসের তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পে তুরস্কের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে কয়েক বছর সময় লেগে যাবে।

দলিত হয়ে স্যারেদের পাত্র থেকে জল পান, বেধড়ক মার পড়ুয়াকে

ভরতপুর, ১০ সেপ্টেম্বর: সময় বদলেছে। ভারত চন্দ্র 'বিজয়'-এর প্রথম ধাপ পেরিয়েছে। লক্ষ্য এখন সূর্য। একদিকে দেশ যখন উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখনও কু-সংস্কার, অন্ধকার আঁকড়ে বসে একদল মানুষ!

যে শিক্ষকের হাত ধরে পড়ুয়াদের আলোর জগতের খোঁজ পাওয়ার কথা, সেই শিক্ষকের হাতেই দলিত হয়ে স্যারেদের জন্য রাখা পাত্রে জল খাওয়ার অপরাধে বেধড়ক মার খেতে হল পড়ুয়াকে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের একটি স্কুলে। ছাত্রের পরিবার শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুলিশে জানিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৮ সেপ্টেম্বর। রাজস্থানের ভরতপুরের একটি সরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দলিত নাবালক দাবি করেছে, অন্য দিনের মতোই স্কুলের শুরুতে প্রার্থনা সঙ্গীত হয়েছিল। এর পর তার খুব তেষ্টা পায়। এদিকে স্কুলের ট্যাঙ্কে সেই সময় জল ছিল না। তখনই শিক্ষকদের জন্য আলাদা পাত্রে রাখা জল খেয়েছিল সে। একথা জানতে পেরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিযুক্ত শিক্ষক। ছাত্রদের কাছে খবর নেন

তিনি, কে জল খেয়েছে। অভিযোগ, দলিত ছাত্র জল খেয়েছি শুনেই মেজাজ তিনি। অভিযোগ, এর পর ওই ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করেন। চড় মারার পাশাপাশি সপ্তম শ্রেণির ছাত্রকে লাথি মারেন বলেও অভিযোগ। ছাত্রের পরিবারের দাবি, তাদের ছেলের পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তারা। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও যদিও এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি অভিযুক্ত শিক্ষককে।

e-Tender Notice
Prodhan, Shialdanga G P under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah e-Tender vide **NIT No. : SFP/NIeT/797/2023 (06 Nos.).** Last Date of Submission of Bid : **15/09/2023 upto 2.00 pm.** For more information visit the website : **https//wbetenders.gov.in**

NOTICE INVITING e-TENDER
1) e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/087/918/EO/2023-24 Dated-08/09/2023.
1) 2023_ZPHD_566390_1
Supply & Delivery of Eco-Rickshaw (7nos) (e Cart) for SLWM Project for waste disposal under Purbasthali-I P.S.
2) e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/085/881/EO/2022-23 Dated-25/08/2023.
1) 2023_ZPHD_560551_1
Const. of Community Hall GP under Purbasthali-I P.S. (Date extension & EMD Exempted) Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

TENDER NOTICE
The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of NIKUNJ Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. 07-0537, Plot No. AA-IIB-464, Action Area - IIB, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box T- 1109/ 2023-24 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.** The Selection Process is the discretionary part of the society.
Nikunj Co-Operative Housing Society Ltd.
Secretary

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
NIT No.- e-NIQ No.-ADDA/ASN/ED/NIQ-04 of 2023-2024 Dated 08.09.2023
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite online item rate quotation (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

রবিবার রাজঘাটে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

থানেতে লিফট ছিঁড়ে দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৬ জনের

থানে, ১০ সেপ্টেম্বর: বহুতলের লিফট ছিঁড়ে ৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হল। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে থানের বালকামে। দু'জন শ্রমিক গুরুতর আহত। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছে গিয়েছে দমকল বাহিনী। চলছে উদ্ধারকাজ। জানা গিয়েছে ৪০ তলা ওই বহুতলের নির্মাণকাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছাদে ওয়াটার প্রুফিংয়ের কাজ চলছিল। কাজ

সেরে মিস্ত্রিরা ওপর থেকে লিফটে নামার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও স্থানীয় কাউন্সিলর।

জানা গিয়েছে, লিফট ছিঁড়ে ৬ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

বৃষ্টিতে ফের ভেস্তে গেল ভারত-পাকিস্তান মহারণ

আজ খেলা শুরু ২৪ ওভার ১ বল থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার কলম্বোয় দ্বিতীয় বার বৃষ্টি আসায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আর শুরু করা যায়নি। খেলা ভেস্তে দেন আম্পায়ারেরা। তবে এই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যেতে পারে, এই আশঙ্কা করেই সোমবার রিজার্ভ দিন রাখা হয়েছে।

সোমবার আবার খেলা হবে। যে হেতু ওভার কমেনি তাই সোমবার ৫০ ওভারেরই খেলা হবে। অর্থাৎ, ভারত ২৪.১ ওভার থেকে ব্যাটিং শুরু করবে। এশিয়া কাপের অন্যান্য ম্যাচের মতো এই ম্যাচও দুপুর ৩টে থেকেই শুরু হবে।

ভারতের ইনিংস শুরু হওয়ার সময় কলম্বোতে বৃষ্টি হচ্ছিল না। ভালই রোদ ছিল। কিন্তু খেলা যত এগোয় তত আকাশ কালো হতে শুরু করে। ভারতের রান যখন ২৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৭, তখনই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। গোটা মাঠ কভারে ঢেকে দেওয়া হয়। বেশ কিছু ক্ষণ জোরে বৃষ্টি হয়। ফলে কভারের উপরে জল জমে গিয়েছিল। বৃষ্টি থামলে সেই জল সরাতে হিমশিম খেতে হয় মাঠকর্মীদের।

বৃষ্টি থামার পরে কভার সরাতে দেখা যায় মাঠের দু'টি জায়গায় খারাপ অবস্থা। সেখানে ঘাসের রং বদলে গিয়েছিল। জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই দু'টি জায়গা নিয়ে খাটতে হয় মাঠকর্মীদের। আম্পায়ারেরা বার বার মাঠ পরিদর্শন করছিলেন। কিন্তু কখন খেলা শুরু হবে সেটাই বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা। অবশেষে তাঁরা জানান, রাত ৯টায় খেলা শুরু হলে ৩৪ ওভারের খেলা হবে।

আম্পায়ারেরা খেলা শুরু করার তোড়জোড় শুরু করতে করতেই আবার বৃষ্টি

শুরু হয়। আবার মাঠ ঢাকতে হয়। আম্পায়ারেরা বুঝতে পারেন আরও সময় নষ্ট হবে। ২০ ওভারের খেলা করতে হলে অন্তত রাত ১০টা ৩৭ মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু করতে হত। সেটা সম্ভব হবে না জেনেই খেলা ভেস্তে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

দুই ওপেনারের দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি

রোহিত-শুভমনের আগ্রাসনে খুঁজে পাওয়া গেল না শাহিনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বল দেখো, বোলারকে দেখো না! বিশেষজ্ঞ মহল টোটকা দিয়েছিল। শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুগছিল ভারত। নতুন-পুরনো বলে গতি, সুইং, ইয়র্কার, কাটে পাক বোলাররা সমস্যায় রেখেছিল ভারতীয় ব্যাটারদের। আরও ভালো করে বললে, ভারতের টপ অর্ডারকে যেন টার্গেট করে ফেলেছিল বাবর আজমের টিম। এক সপ্তাহ আগের বিবর্ণ ছবি রাতারাতি বদলে ফেললেন রোহিত শর্মারা। পাকিস্তানের সেরা বোলার শাহিনকেই পাল্টা টার্গেট করে ভারতীয়রা বুঝিয়ে দিলেন, যতই বাবর আজমের টিম গোছানো হোক, এশিয়া কাপের সুপার ফোর সহজ হবে না। রোহিত যত না আগ্রাসী, তার থেকে অনেক বেশি 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' শুভমন গিল। রোহিত-বিরাট পরবর্তী ভারতীয় টপ অর্ডার কেন নিরাপদ হাতে, পঞ্জাবি তরুণ বোঝালেন।

রবিবারের মহারণ পাকিস্তানের দুরন্ত পেস অ্যাটাকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের অ্যাসিড টেস্ট। ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে মিডল অর্ডার খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু টপ অর্ডার যদি ভালো শুরু দিতে পারে, তা হলে চাপ অনেক কমে যায়। বিশেষ করে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। গত দু'বছরের ওয়ান ডে রেকর্ড, ফর্ম, রানের খাতা, বোলারদের ধারাবাহিকতা, সব ধরলে পাকিস্তান অত্যন্ত ব্যালান্স টিম। কিন্তু ভারতীয় ওপেনাররা যদি ফর্মে থাকেন, তা হলে বোলাররা কার্যত দর্শক হয়ে পড়তে পারেন, তা দেখিয়ে দিলেন ২৩ বছরের গিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ১০ করেছিলেন। পা নড়ছিল না। অস্বস্তিতে ছিলেন শাহিনের সুইংয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই গিলই গিলে খেলেন শাহিনকে। নতুন বলে প্রথম স্পেলে ৩১ রান দিয়েছেন শাহিন। খেয়েছেন ৬টা চার। যার সব ক'টাই মেরেছেন শুভমন। যে কোনও আগ্রাসী বোলারের বিরুদ্ধে ফিরে আসার সহজ শর্ত হল, তাঁর দুর্বল বলে আক্রমণ করা। গিল সেটাই করেছেন। ফর্মে থাকলে গিল অফসাইডেই বেশি খেলেন। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম ছন্দে থাকা ওপেনারকেই দেখতে পেলেন। এমনিতে কলম্বোর পিচে তেমন প্রাণ নেই। নতুন বল ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে বিপক্ষকে চাপে রাখা যায়। উইকেট তোলা যায়। পাক বোলারার তাই করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গিল আর রোহিত তাড়াহুড়ো করেননি। অপেক্ষা করেছেন খারাপ বলের জন্য। শুভমন চেনা ছন্দে ব্যাট করলেও ৩০ রানের মাথায় নাসিম শাহর বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন। পাক ফিল্ডাররা বুঝতেই পারেননি। এ ছাড়া আর কোনও ভুল করেননি শুভমন। রোহিত শুরু করলেন একটু দেরিতে। রোহিত-শুভমন যে ভাবে শুরু করেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বড় স্কোর অপেক্ষা করে রয়েছে বাবর আজমদের জন্য। শাহিনকে প্রথম স্পেলে সে ভাবে দাঁড়াতেই দেননি শুভমন। সেই তাঁরই স্লোয়ার পড়তে না পেরে শাহিনকে উইকেট দিয়ে গেলেন শুভমন। তবু ৫২ বলে ৫৮ রান কিন্তু কিছুটা হলেও চিন্তামুক্ত করবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

বাংলাদেশের স্বপ্নভঙ্গ, ভারতের ঘরেই শিরোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ এশিয়ার বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে তৃতীয় শিরোপার স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গ। থিম্পুতে আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলের ফাইনালে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে বাংলাদেশ।

৮ মিনিটে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ দল পুরো ম্যাচেই চাপের মুখে ছিল। সাফের বয়সভিত্তিক ফুটবলে বেশির ভাগ শিরোপা জেতা শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে পরিকল্পনার অভাব ফুটে উঠেছে বাংলাদেশ দলের খেলায়। প্রথমার্ধে ভারত প্রায় একক আধিপত্য দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ দল কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। উল্টো ৭৩ মিনিটে ভারত দ্বিতীয় গোল করেছে।

গ্রুপ পর্বে এই ভারতকেই ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল নাজমুল হুদা ফয়সাল, ইমরান, সিয়াম অমিতরা। সে ম্যাচে কয়েকটি গোলের সুযোগও নষ্ট করেছিল বাংলাদেশ। নেপালকে ১-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ উঠে আসে সেমিতে। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েও পাকিস্তানকে ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশ। কিন্তু শিরোপা জয়ের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে লড়তেই পারল না লাল,সবুজের কিশোরেরা।

শুরুতেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে রক্ষণের বড় ভুলে। থুংগাম্বা সিং উশামের কাছ থেকে বল নিয়ে লেভিস জাংমিলুনের গ্লু ধরে গোল করে ভারত লেইরেনজাম। গোল খেয়ে বাংলাদেশের ছেলেরা নিজেদের অর্ধে কিছু পাস খেললেও আক্রমণ তৈরি করতে পারেনি সেভাবে। উল্টো আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় বারবার বলের দখল হারিয়েছে। ফলে ভারতের বক্সে সুযোগও তৈরি করা যায়নি তেমন। যদিও প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশ একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কামাল মৃধার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রুখে দেয় ভারতীয় ডিফেন্ডার থুংগাম্বা সিং। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে ম্যাচে ফেরার প্রতিশ্রুতি কিছুটা দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশ দলের খেলায়। ৪৭ মিনিটে একটা পেনাল্টি পেলেও পেতে পারত বাংলাদেশ। একটি আক্রমণ থেকে বল নিয়ে ভারতের বক্সর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল মিডফিল্ডার ও অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। কিন্তু ভারতীয় ডিফেন্ডার কারিশ সোরাম তাকে বাধা দিয়ে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা পেনাল্টির আবেদন করলেও তাতে সাড়া দেননি রেফারি।

উনিশের কোকো ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন, সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে ছুঁলেন সেরেনাকে

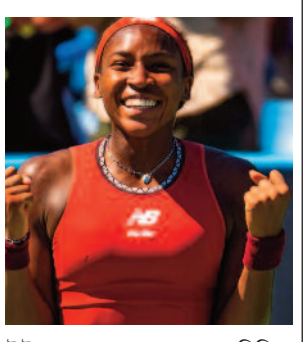

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফ্লাশিং মিডোয় ইতিহাস গড়লেন টিনএজার কোকো গফ । ইউএস ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন বেলারুশের আরিনা সাবালেঙ্কা ও আমেরিকার কোকো গফ। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম সাক্ষী রইল বছর ১৯ এর এক তরুণীর অদম্য জেদ, জয়ের ইচ্ছে ও প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতার। মেয়েদের ফাইনালে বেলারুশের আরিনা আমেরিকার কোকোর বিরুদ্ধে প্রথম সেট দাপটের সঙ্গে জেতেন। কিন্তু পরবর্তীতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন কোকো। এবং শেষ অবধি জিতে নেন কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম। একইসঙ্গে কোকো স্পর্শ করেছেন টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসকেও।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আরিনা সাবালেঙ্কা প্রথম সেটে কোকো গফকে হারান ৬-২ ব্যবধানে। এরপর দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ান বছর উনিশের কোকো। এবং জেতেন ৬-৩ ব্যবধানে। তৃতীয় সেটে ৬-২ ব্যবধানে সাবালেঙ্কাকে হারাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে কোকো। এ ছিল খুশির কান্না। এক সময় ইউএস ওপেনের দর্শকাসন থেকে অন্যান্য টেনিস তারকাদের জন্য গলা ফাটাতেন কোকো, এখন তিনিই চ্যাম্পিয়ন। সেই ভিডিয়ো ইউএস ওপেনের ড সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে শেয়ার করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালে বছর ১৮-র সেরেনা উইলিয়ামস ইউএস ওপেনের ফাইনালে মার্টিনা হিঙ্গিসকে হারিয়েছিলেন। শেষ বার টিন এজার হিসেবে সেরেনা জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। এ বার সেরেনা ছুঁলেন কোকো। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে এটিপি ক্রমতালিকায় কোকো ছয় নম্বর থেকে উঠে এসেছেন তিন নম্বরে।

ইউএস ওপেনে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতে নিয়ে কোকো গফ বলেন, 'আমি এখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে রয়েছি। সদ্য কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলাম। যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। যাঁরা যাঁরা ফাইনালটা দেখলেন তাঁদের সকলকেও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

প্যারিস অলিম্পিক্সের আগে ফর্মে ফিরতে চান, এবার প্রকাশ পাড়ুকোনের দ্বারস্থ সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালেই রয়েছে প্যারিস অলিম্পিক্স গেমস। তার আগেই ২০২৩ সালে একেবারেই ভালো ফর্মে নেই ভারতের অন্যতম সেরা শাটলার পিভি সিন্ধু। দুবারের অলিম্পিক্সে পদকজয়ী পিভি সিন্ধু চলতি বছরের ৭টি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই আউট হয়ে গিয়েছেন। আর এবার ফর্মে ফিরতে দেশের অন্যতম কিংবদন্তি শাটলার প্রকাশ পাড়ুকোনের দ্বারস্থ হলেন পিভি সিন্ধু। অল ইংল্যান্ড জয়ী কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনের মেন্টরশিপে বেঙ্গালুরুতে এক সপ্তাহের জন্য অনুশীলন করছেন তিনি। লক্ষ্যে চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের আগে ফর্মে ফেরা।

গত মাসেই ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিডব্লুএফ আয়োজিত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। সেই আসরেই দ্বিতীয় রাউন্ডে ছিটকে যেতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে। জাপানের নজোমি ওকুহারার কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরেই ২৮ বছর বয়সী সিন্ধু চিন ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তারপরেই তিনি প্রকাশ পাড়ুকোনের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেঙ্গালুরুতে তাঁর অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রশিক্ষণেই অনুশীলন করছেন সিন্ধু। বেঙ্গালুরুতে উপস্থিত রয়েছেন সিন্ধুর বর্তমান কোচ মহম্মদ হাফিজ হাসিম।

প্রকাশ পাড়ুকোনের তত্ত্বাবধানে 'হাই ইন্টেনসিটি' অনুশীলন করছেন পিভি সিন্ধু। প্রতিদিন ৬-৭ ঘন্টা অনুশীলন করছেন পিভি সিন্ধু। প্রতি সেশন শেষে পাড়ুকন এবং সিন্ধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন তাদের ভুল ভ্রান্তি নিয়ে। এই সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে প্রকাশ পাড়ুকন অ্যাকাডেমিতে পিভি সিন্ধুর অনুশীলন। কারণ ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রয়েছে হংকং ওপেন। সেখানে অংশ নেবেন সিন্ধু। সেখানে প্রথম রাউন্ডে খেলবেন ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালে দীর্ঘদিন চোটের কারণে খেলতে পারেননি সিন্ধু। তারপরে কোর্টে ফিরলে ও তাঁর পুরনো ফর্মের একেবারে ধারেকাছে নেই তিনি।

সমারবিক্রমার ব্যাট, শনাকার বোলিংয়ের কাছে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসল সময় ফের ব্যর্থ শাকিব আল হাসান। ভাল শুরু করলেও মাঝপথে খেই হারালেন আর এক সিনিয়র মুশফিকুর রহিম। ফলে তোহিদ হৃদয় লড়াই করে সবার মন জিতলেও শেষরক্ষা হল না। পাকিস্তানের পর এবার শ্রীলঙ্কার কাছে হার হজম করে চলতি এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ।

প্রথমে চাপের মুখে দাপুটে ব্যাটিং ও পরে দুরন্ত বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের সুবাদে টাইগার্সদের খ রানে হারিয়ে সুপার ফোরের অভিযান শুরু করল শ্রীলঙ্কা। আর এই জয়ের মূল কারিগর সদীরা সমরবিক্রমা এবং অধিনায়ক দাসুন শনাকা। অবশ্য চোট নিয়ে পারফর্ম করা স্পিনার মহীশ থিকসানার কথাও লিখতেই হবে। পুরো ফিট না হলেও তাঁর ক্যারাম বলের দাপটে টাইগার্সরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাজেহাল ছিল।

ওপেনিং জুটিতে নাঈম শেখ ও মেহেদী হাসান মিরাজ ৫৫ রান তুলেন। এরপর দ্রুত ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৮৪ রান। মিরাজ ২৮ ও নাঈম ২১ রান করে সাজঘরে ফিরেছিলেন। চারে নামা অধিনায়ক শাকিব আল হাসান ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাট হাতে। ৭ বলে ৩ রান করে তিনিও আউট হয়েছিলেন। লিটন দাস ২৪ বলে ১৫ রান করেন। এরপর পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর রহিম ও হৃদয় গড়েন ৭২ রানের জুটি। কিন্তু মুশফিকুর ২৯ রানে আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পর সাজঘরের পথ ধরেন হৃদয়। তাঁর লড়াকু ইনিংস ৯৭ বলে ৮২ রানে থেমে যায়। এরপর বাংলাদেশের লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের পক্ষে বাকি রান চেজ করা সম্ভব ছিল না। মহীশ থিকসানা ৬৯ রানে ৩ এবং শনাকা নিলেন ২৮ রানে ৩ উইকেট।

নিজেদের ডু অর ডাই ম্যাচে বাংলাদেশকে ২৫৮ রানের টার্গেট দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কুশল মেন্ডিস ও সদীরা সমারবিক্রমার জোড়া অর্ধ শতরানের সৌজন্যে টাইগার্সদের ২৫৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় গত এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল। ম্যাচের শুরুতে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান শাকিব আল হাসান। ব্যাট করতে নেমে ঝোড়ো সূচনার ইঙ্গিত দেন দুই লঙ্কান ওপেনার। কিন্তু জুটি বড় করতে পারেননি তাঁরা। হাসান মাহমুদের বলে ১৭ বলে ১৮ রান করে আউট হন দিমুথ করুণারত্নে। দ্বিতীয় উইকেটে ব্যাট করতে নামা কুশল মেন্ডিসকে নিয়ে ৭৪ রানের জুটি গড়েন আর এক ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা। ৬০ বলে ৪০ রান করা নিশাঙ্কাকে ফেরান শরিফুল। নিজের করা পরের ওভারে ৫০ রান করা কুশল মেন্ডিসকে আউট করেন এই টাইগার পেসার। ১০ রান করেন আশালাঙ্কা। ৬ রান করেন ধনঞ্জয়া ডি সিলভা। বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩টি করে উইকেট নেন হাসান মাহমুদ ও তাসকিন আহমেদ। এ ছাড়া ২টি উইকেট নেন শরিফুল ইসলাম। তবে চাপের মুখে দারুণ লড়াই করেন সদীরা সমরবিক্রমা। তাঁর ৭২ বলে ৯৩ রানের দাপটে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৭ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে উইকেট হারানোর জন্য হার মানতে বাধ্য হল বাংলাদেশ। একইসঙ্গে এই হারের জন্য এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেল টাইগার্সরা।

শেষ মুহূর্তে গোল হজম! অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে চিনের বিরুদ্ধে লড়েও হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেও হারতে হল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়া কাপের কোয়ালিফায়ারের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং চিন। ম্যাচের ৯৬ মিনিটে গোল হজম করে হৃদয় বিদারক হারের সম্মুখীন হতে হল ক্লিফোর্ড মিরান্ডার প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় দলকে। ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে হেরে গেল ভারত। ভারতকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করল চিন। এদিন ম্যাচের প্রথম থেকেই একেবারে সমানে সমানে টক্কর দেয় ভারতীয় দল। চিনকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ ছিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা।

ম্যাচের প্রথমার্ধে এদিন কোনও গোল হয়নি। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ নির্ভর খেলা খেলে এদিন দুই দল। বিরতিতে যাওয়ার সময়ে খেলার স্কোর ছিল ০-০। বিরতি থেকে ফিরে আসার পরে ভাঙে ডেডলক। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে আসে প্রথম গোল। প্রথম গোল করে ভারতের বিরুদ্ধে দলকে লিড এনে দেন তাও কুইঙ্গলঙ্গ। পেনাল্টি বক্সের ভিতর ভারতীয় ডিফেন্ডাররা ভুল করার ফলে পেনাল্টি পায় চিন। সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি তাও। ম্যাচ ১-০ থাকা অবস্থাতেই শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা। এমন অবস্থায় ম্যাচে যোগ করা অতিরিক্ত সময়ে সমতা ফেরায় ভারত।

ম্যাচের ৯৩ মিনিটে ১-১ করে ভারতীয় দল। চিনের ফুটবলারের ভুলের ফায়দা তোলে ভারতীয় দল। হু হেতাও আত্মঘাতী গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান। যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ থেকে মূল্যবান একটি পয়েন্ট নিয়ে ফিরবে ভারতীয় দল সেই সময়েই ঘটে যায় অঘটন। ভারতীয়দের সমস্ত সেলিব্রেশন একার হাতে পন্ড করে দেন মোহেমাইতি। ম্যাচের যোগ করা সময়ের ৬ মিনিটের মাথায় অর্থাৎ ৯৬ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচ জেতান মোহেমাইতি। এমন সময় ভারত গোলটি খায় যে তাদের হাতে গোল শোধ করারও আর সময় ছিল না। ফলে একেবারে ড্র'র দোড়গোড়াতে দাঁড়িয়ে ও হারের মুখ দেখতে হয় ভারতকে। ডানপ্রান্ত থেকে যখন ৯৬ মিনিটে ভারতীয় বক্সে একটি ক্রস আসে তখন বক্সের বাম প্রান্তে ফাঁকা মার্কারহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন নাইবিজিয়াং মোহেমাইতি। তিনি সেখান থেকে বল পেয়ে গোলের ঠিকানা খুঁজে নিতে ভুল করেননি। ভারত তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে মঙ্গলবার। এই ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচে হারের ফলে এই ম্যাচ ভারতের কাছে কার্যত মরণ বাঁচন ম্যাচ হয়ে দাঁড়াল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**